আত্মিক সমাধান

এপ্রিল ২০০৯

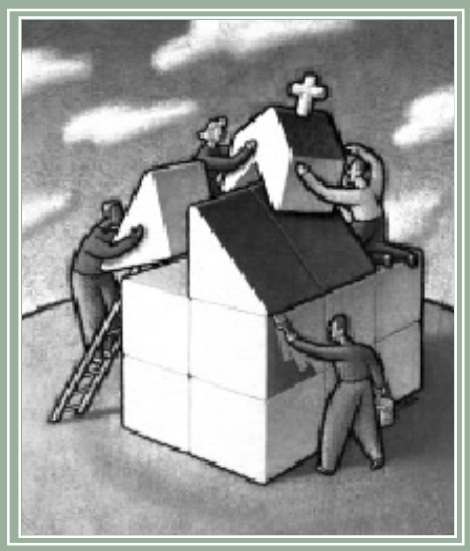

সূ চী প ত্র

১। **আমাদের প্রতিবাসীদের মঙ্গল কামনা** ৩
এমি. এল. শেরম্যান কর্তৃক রচিত
আমরা ছয়টি অনুগ্রহদান লাভ করতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র দীনহীনদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন যুক্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সকল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই।

২। **সুস্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলার দ্বারা মতভেদ ন্যূনতম করণ** ৭
গ্যারি. আর. এলেন কর্তৃক রচিত
বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেম, সাধুতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যেন সংঘর্ষ মোচনের সুস্থ প্রক্রিয়া সহজেই গড়ে তোলা যায়।

৩। **মাদকাসক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের সাহায্যদান** ১৩
ল্যারি. ই. হেজেলেবেকার কর্তৃক রচিত
আসক্তি মাংসের কাজ এবং সেইজন্য পুরোহিতগণকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। **বিভিন্ন চরিত্র ঃ ঈশ্বরের দানের সদ্ব্যবহার করা** ১৭
ক্লাইডি. ডব্লু. হারভে কর্তৃক রচিত
চারিত্রিক ত্রুটিগুলির চোখ-ঝলসানো আলোকের মধ্যে গুপ্ত বিষয়টি কিভাবে একজন পুরোহিত প্রতিভার জগতে উন্মোচন করতে পারেন?

৫। **কিভাবে আপনি মণ্ডলীকে ভালবাসবেন** ১৯
নিল. বি. ওয়াইসম্যান কর্তৃক রচিত
ধর্মযাজকত্বের অর্থ মানুষের পরিচর্যা করা। কিন্তু যারা ভালবাসার যোগ্য নয়, তাদের কি হবে? এখানে আপনি যেন আপনার মণ্ডলীকে ভালবাসতে পারেন, সেইজন্য কতকগুলি বাস্তব পথ প্রদর্শিত হল।

৬। **ডি. এল. মুডি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গণ-সুসমাচার প্রচার** ২৫
উইলিয়াম ফার্‌লে কর্তৃক রচিত
মুডির একটি ঈশতত্ত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সেটি খুব সহজভাবে প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্ব তিনটি "R" দ্বারা প্রকাশ করেছেন ঃ Ruined by sin, Redeemed by the blood এবং Regenerated by the Holy Sprit (পাপ দ্বারা বিনষ্ট, রক্ত দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত, পবিত্র আত্মা দ্বারা নবজন্ম লাভ)।

৭। **জোরালো সমাপ্তি** ২৯
জর্জ. ও. উড. কর্তৃক রচিত

Life Publishers International

গত স্কটিশ প্রচারক, আলেকজাণ্ডার ওয়াইট, তাঁর ধর্মসভার ক্ষেত্রে নিজের রবিবাসরীয় যাজকীয় প্রার্থনার সময়ের জন্য সর্বদা সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানাবার কিছু বিষয় অনুসন্ধান করতেন।

একটি বিশিষ্ট সদাপ্রভুর দিন শুরু হয়েছিল এক বায়ু-তাড়িত, হাড় কাঁপানো ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে। দুই ডীকন (সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর পাদরী) খুব সকালে মণ্ডলীর দ্বার খোলার জন্য চেঁচিয়ে ছিলেন এবং একজন মন্তব্য করেছিলেন, "আমার মনে হয়না এই রকম একটি দিনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য ডক্টর ওয়াইটের কাছে কিছু থাকবে।"

তাদেরকে অবাক করে দেওয়ার জন্য ডক্টর ওয়াইট এই কথাবলে তাঁর প্রার্থনা শুরু করলেন, "সদাপ্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে সর্বদা যেন এরকম না থাকে।"

(জর্জ ও. উড. দ্বারা নিজ অন্তরের এক গীত)

Life Publishers International

© Copyright Life Publishers 2009

Published by Life Publishers, Springfield, Missouri USA

All rights reserved.

You can now access the Enrichment Journal in 12 languages online. Visit the Enrichment Journal website and click on the appropriate flag. You will be directed to any one of the 12 languages you select: Tamil, Bengali, Malayalam, Hindi, French, Russian, Romanian, Hungarian, Croatian, German, Spanish, or Ukrainian.

You will then have the opportunity to read the journals online or you can download the files for your convenience. The contact information is as follows: http://www.enrichmentjournal.ag.org

Please feel free to contact us directly with any questions or for additional information at EnrichmentJournal@lifePublishers.org.

আমাদের প্রতিবাসীদের মঙ্গলকামনা

এমি. এল. শেরম্যান কর্তৃক রচিত

ঈশ্বর দরিদ্র ও দীনহীনদের প্রতি আবেগপ্রবণ। এবং তিনি তাদের ভালবাসেন এইজন্য যে তাঁর মণ্ডলী তাঁর এই আবেগপ্রবণতা অনুসরণ করে। শাস্ত্রে চারশতরও (৪০০) বেশী পদে একথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। যিরমিয় ২২:১৬ পদে লিখিত আছে, ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়ার উপায় হল, দীনহীনদের পক্ষ সমর্থন করা। যাকোব ১:২৭ পদে উক্ত আছে যে, "বিমল ধর্ম" হল, বিধবা ও অনাথদের দুঃখকষ্টে তাদের তত্ত্বাবধান করা। ১ যোহন ৩:১৭ পদে বলা হয়েছে - "কিন্তু যাহার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে, যদি তাহার প্রতি করুণা বোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে থাকে?" হিতোপদেশ ১৪:৩১ পদে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; "যে দীনহীনদের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাহার নির্মাতাকে টিট্‌কারী দেয়; কিন্তু যে দরিদ্রদের প্রতি দয়া করে, সে তাঁহাকে সম্মান করে।" আর মথি ২৫:৪৪-৪৬ পদে আমাদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, যদি আমরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম সন্তানদের পরিচর্য্যা করতে ব্যর্থ হই, আমরা যদি বস্ত্রহীন, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে অবহেলা করি, আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টকে অবহেলা করার জন্য অপরাধী হব।

আমাদের আর কোন অনুপ্রেরণার প্রয়োজন নাই। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মের অত্যাশ্চর্য বিষয় হল, ঈশ্বর আমাদের একটি অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন ঃ যখন আমরা প্রেমের সঙ্গে আমাদের প্রতিবাসীদের মঙ্গল কামনা করি আমরা নিজেদেরই সুশোভিত করে তুলি। আমাদের বাধ্যতার জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ ও পুরস্কার দানের অঙ্গীকার করেছেন।

অনেক সময় মণ্ডলী সস্তা বদান্যতার জন্য অপরাধী হয়, কারণ তারা দরিদ্রকে সাহায্য করতে চায় কিন্তু তাদের জানার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। দয়ালু শমরীয়, যেরিকোর পথে আহত পথিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি, তার সেবা করতে বিমুখ হন নি। কিন্তু অনেক সময় আমরা সেই দৃষ্টান্ত থেকে দূরে সরে থাকি। তিনি ঐ আহত ব্যক্তির ক্ষত বেঁধে দিয়ে, নিজের হাত অপরিষ্কার করেছিলেন। বহু যুগ পূর্বে নাসা মণ্ডলীর পিতা গ্রেগরী, শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, প্রকৃত করুণা হল, সেই স্বতঃস্ফূর্ত দুঃখবোধ, যার দ্বারা নিজেকে অপরের দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।"

আমরা ছয়টি অনুগ্রহদান লাভ করতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র দীনহীনদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন যুক্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সকল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই। এই ফল সঠিক ভাবে উৎপাদিত হয় না, যদি দীনহীনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়, শীতল, সুদূর ও বন্ধ্যা। একটি পারস্পরিক, পবিত্র করুণাপূর্ণ পরিচর্য্যার মধ্য দিয়ে এই আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

অসন্তোষের অনুগ্রহদান

যোহন পাইপার একবার বলেছিলেন, নূতন নিয়মে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে উপযুক্ত ভঙ্গিমা হল, একজন ইচ্ছুক বিয়ের-কনের ন্যায়, যে বেদীর সামনে বরের আগমনের প্রতীক্ষা করছে। বরের অনুপস্থিতিতে কনে যেন এক পবিত্র অতুষ্টিতে পূর্ণ হয়ে আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে 'এখনও উপস্থিত হয় নি' — এই কারণে কন্যা অধীর আগ্রহে - একান্তভাবে অধৈর্য হয়ে আছে। সেই কন্যা, সেই মণ্ডলী, মনে হয় যেন চিৎকার করে বলতে চাইছে "মারানাথা মারানথা! প্রভু যীশু এসো।" প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী এটাই করতো। কেন আমরা খ্রীষ্টের পুনরাগমনের জন্য আরও ইচ্ছা প্রকাশ করি না?

মনে হয় এর কারণ আমাদের বর্তমান অবস্থাতেই আমরা সুখী। প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি আমাদের মোহমুগ্ধ করে রেখেছে। আমরা এই পৃথিবীতে সহজেই আরাম পেতে পারি — কিন্তু এই পৃথিবী তো আমাদের এক তীর্থস্থান — আমাদের প্রকৃত গৃহ তো নয়।

কিন্তু যখন আমরা নিজেদের অভাবী প্রতিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতে পারি, তখন আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পবিত্র অসন্তোষ গড়ে উঠতে থাকে। যখন আমরা দুঃখী দীনহীনদের সঙ্গে নিজেদের জীবন জড়িয়ে ফেলি তখন আমরা আশপাশের অবস্থায় বিব্রত হয়ে যাই। সেখানে কোন ভেদাভেদ থাকা উচিত নয় — দুঃখ দুর্দশাও থাকার কথা নয় — শিশু নিগ্রহও থাকবে না। সেখানে কোন ক্ষুধা, কোন স্বার্থপরতা থাকবে না। এই সব আলোড়নের অনুপস্থিতিতে আমরা আত্মিকভাবে দরিদ্র হয়ে যাই। প্রতিবাসীর দুঃখ দুর্দশায় অংশ গ্রহণ করে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পবিত্র অসন্তোষ লাভ করতে পারি।

ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা ও নম্রতায় গড়ে উঠার অনুগ্রহ দান

যখন আমরা দরিদ্র, আঘাতপ্রাপ্ত, দুঃখ কষ্টে জর্জরিত মানুষের সঙ্গে সামনাসামনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলি, আমরা তাদের বিপর্যস্তকারী অভাব সম্পর্কে অবগত হই। আমরা জানি আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই সব অভাব দূর করতে পারি না। আর তখন আমরা একান্ত ভাবে ঈশ্বরের সহায়তা লাভের জন্য উৎসুক হই। যারা গর্বিত ও আত্মপ্রত্যয়শীল তাদের জন্য অপ্রাচুর্যের বাস্তব জ্ঞান একটি বড় দান। ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, আমরা যখন দুর্বল, তখনই খ্রীষ্টের শক্তি আমাদের মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়।

এই অপ্রাচুর্য্যের অনুভূতি আমাদের মধ্যে প্রকৃত নম্রতা উৎপন্ন করে। আমরা দীনহীনদের কি দিতে পারি সে বিষয়ে আলোকপাত এবং অতি বিশ্বাসী হওয়া অপেক্ষা বরং আমরা প্রথমে প্রভু যীশুর জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করতে শুরু করি।

মার্ক ২ অধ্যায়ে লিখিত পক্ষাঘাত গ্রস্ত ব্যক্তির চার বন্ধু তাদের বন্ধুর দিকে তাকিয়েও দেখেনি আর মনে করে নি — *আমরা তাকে সারিয়ে তুলতে পারি, তাকে দেবার জন্য আমাদের প্রভুর সম্পদ আছে* । না। তারা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বুঝেছিল যে তারা এক মাত্র যীশুর কাছে, তাদের বন্ধুকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সব সময় নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে, যেন আমরা নিজেদের, ঈশ্বরের উপর সঁপে দিতে পারি কারণ তিনি অসীম।

সত্য বিশ্বাসের প্রকৃতি শেখার অনুগ্রহ দান

আমাদের মধ্যে যাদের সহায়ক নেটওয়ার্ক, আই.আর.এস, ব্যাঙ্কের আমানত এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে, তারা নিরাপদ আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে। নানাভাবে আমরা নিজেদের উপর নির্ভর করতে পারি। যখন দরিদ্র সীমার প্রান্তে বাসকারী লোকেরা প্রার্থনা করে, "ঈশ্বর, আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও;" — তখন তাদের নির্ভরতার মধ্যে প্রকৃত সত্যতা থাকে। তারা মনে করে, "যদি ঈশ্বর আমাকে সাহায্য না করেন, আমি ডুবে যাব।" ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী দরিদ্রের এই নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের জন্য উত্তম। "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা বিশ্বাসে ধনবান হয়" (যাকোব ২:৫)। অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসের মহা দান থাকে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ও অত্যন্ত জরুরী, যার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

সৌরভের অনুগ্রহ দান

মণ্ডলীর দয়াদান পরিচর্য্যা থেকে সরকার বা ধর্মনিরপেক্ষ অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠানের দয়াদান পরিচর্য্যা পৃথক ধরনের হয়। ১৮০০ শতাব্দীর জনৈক প্রচারক, বেভারলি, কারাডিয়ান বলেছিলেন, মণ্ডলীর বদান্যতা ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন। জগত যে দয়া প্রদর্শন করে, সেটা প্রকৃত পক্ষে শিষ্টতা মাত্র। ঈশ্বরের দয়াশীলতা ও জগতের দয়া প্রদর্শনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়।

প্রকৃত শক্তিশালী করুণা স্বর্গ থেকে আসে। খ্রীষ্টিয়ানদের সেবকের মনোভাব নিয়ে এই দয়া প্রদর্শন করতে হবে, যেন সহজেই বোঝা যায় যে, সেটি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয় কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা তাদের অন্তরে রোপিত হয়েছে।

আমাদের দান-ধ্যানের পরিচর্য্যা বিভাগের মধ্য দিয়ে যখন ঈশ্বরের ভাব-ভঙ্গি ও সৌরভ প্রকাশিত হয়, তখন সেটি প্রকৃত ঈশ্বর ও তাঁর প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। এটা তখনই ঘটে যখন আমরা, যীশু — জীবন খাদ্য যেভাবে পরিচর্য্যা করেছিলেন, সেইভাবে সব মানুষের পরিচর্য্যা করি। সস্তা ও সহজ দান, যার মধ্যে জীবন-খাদ্যের সৌরভ থাকে না, সেটা কখনই অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের সহানুভূতি-সম্পন্ন পরিচর্য্যা বিভাগের প্রকৃতি

> আমাদের জন্য ছয়টি অনুগ্রহদান আছে, কিন্তু কেবলমাত্র দীনহীনদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন যুক্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সকল আশীর্বাদ লাভ করতে পারি।

এমন হওয়া উচিত, যেন জগৎ যখন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তারা শুধু কৌতূহলী হবে না কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করবে। আমরা, মানুষের জীবন পরিবর্তনকারী একটি যুক্তিপূর্ণ পবিত্র পরিচর্য্যা-বিভাগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রদর্শন করি। এই প্রকার সাক্ষ্য, জগতের যারা দেখে ও তার সুবাস গ্রহণ করে, সেই সব অবিশ্বাসীদের আকর্ষণ করে ও তাদের কাছে টেনে আনে।

সেই প্রকার অনুগ্রহ দান যাকে বলে 'উদ্যানের ন্যায় দান'

যিশাইয় ৫৮:১০,১১ পদে ঈশ্বর নিজেই আমাদের উদ্যানের ন্যায় অনুগ্রহদানের অঙ্গীকার করেছেন। তুমি "যদি ক্ষুধিত লোককে তোমার প্রাণের ইষ্ট ভক্ষ্য দাও ও দুখার্ত্ত প্রাণীকে আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদিত হইবে ও তোমার তিমির মধ্যাহ্নের সমান হইবে। আর সদাপ্রভু নিয়ত তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন, মরুভূমিতে তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন ও তোমার অস্থি সকল বলবান করিবেন, তাহাতে তুমি জলসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে এবং এমন জলের উনুইর ন্যায় হইবে, যাহার জল শুকায় না।"

ইংরাজী "Spend" (স্পেন্ড) শব্দটি (১০ পদ) অনুবাদ করে বলা যায়, প্রদান করা বা ঢেলে দেওয়া। রাজা জেমস-এর

সংকলনে "drawing out" (ড্রয়িং আউট) বলতে, গ্রহীতাকে প্রাণের দয়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের শব্দগুলি জল সম্পর্কেই আমরা বলে থাকি। আমরা কূপ থেকে জল ঢালা বা তোলার কথা বলি। আমাদের মধ্যে এই "জল" থাকে — আমাদের সময়, আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রাণ — যে জল আমরা অন্যদের প্রদান করতে পারি, ঢেলে দিতে পারি। যখন আমরা নিজেদের প্রদান করি, আমরা শূন্য হয়ে যাই না। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে নিজেকে ঢেলে দেন এবং তাঁর দ্রব্য সকল প্রদান করেন।

আমরা কি ভীত হই যে, অন্যদের কাছে নিজেকে ঢেলে দিলে, আমরা শূন্য ও শুষ্ক হয়ে যাবো? ১ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে উল্লেখিত সারিফর বিধবা রমণী কি এই প্রকার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন? তখন সারা দেশে খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ঈশ্বর এলিয়কে সারিফর একটি স্থানে যেতে বলেছিলেন, যেখানে তিনি জনৈক দরিদ্র বিধবার সাক্ষাৎ পাবেন। তিনি তাঁর কাছে ভোজন ও পানের জন্য কিছু চাইবেন। এলিয় নগর দ্বারে তাঁর দেখা পেলেন এবং তাঁর কাছে একটু জল ও রুটি চাইলেন। বিধবা উত্তর দিলেন যে তাঁর সামান্য তেল ও একমুঠো ময়দা মাত্র আছে। তিনি শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছেন, যেন নিজের জন্য ও নিজের পুত্রের জন্য শেষ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারেন এবং তারপর তারা মৃত্যু বরণ করবেন। বিস্ময়করভাবে, এলিয় তখনও তাঁকে কিছু খাবার দিতে বললেন। তিনি ঐ বিধবার কাছে অঙ্গীকার করলেন যে, যদি তিনি তাঁর যা কিছু আছে, সবই এলিয়কে প্রদান করেন, ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তাঁর ও তাঁর পুত্রের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দেবেন। বিধবা বিশ্বাস করে, তাঁর শেষ খাবারটুকু ঈশ্বরের ক্ষুধার্ত ভাববাদীকে প্রদান করলেন। ফল কি হল? ১৫ পদে বলা হয়েছে — "আর সে এং এলিয় এবং সেই স্ত্রীলোকের পরিজন অনেক দিন পর্য্যন্ত ভোজন করিল। সদা প্রভু এলিয়র দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য হইল না, তৈলের ভাঁড়ও শুকাইল না।"

এটাই যিশাইয় ৫৮:১১ পদের অঙ্গীকার। যখন আমরা আমাদের জল দিয়ে, রৌদ্র-তপ্ত স্থানে পিপাসিত মানুষকে বিতরণ করি, আমরা শুষ্ক হয়ে যাই না। ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর বস্তু সকল আমাদের মধ্যে ঢেলে দেন, যেন আমরা জল-সিক্ত উদ্যানের ন্যায় হতে পারি।

শক্তিশালী আরাধনার অনুগ্রহ দান

আমরা হয়তো আমাদের অপরিচিত উপায়ে যখন অন্য লোকেদের জীবনে কাজ ক'রে, ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে শুরু করি, তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হতে থাকে। আমরা অন্যভাবে যা দেখতে পাই না, ঈশ্বর সম্পাদিত সেই বিভিন্ন কাজের সাক্ষ্য যখন বহন করি, আমরা তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবলোকন করি। শক্তিশালী আরাধনার জন্য আমাদের অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা প্রয়োজন কারণ তাদের প্রার্থনার অনুরোধ আমাদের থেকে পৃথক ধরনের হয়। যেমন নির্যাতীত বা বৈষম্যের শিকার হওয়ার ঘটনা বা ভয়ংকর মাদকাশক্তি থেকে সুস্থ হওয়ার ঘটনা অথবা ১৬ বৎসর পর মঙ্গলজনক কোন চাকরী পাওয়ার ঘটনা। যখন আমরা অন্য লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হই, যারা ঈশ্বরের উদ্ধার কার্য ও সাহায্যের জন্য এমন ভাবে প্রার্থনা করে, যেভাবে আমরা পূর্বে কখনও প্রার্থনা করি নি, আর আমরা যখন দেখি ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন, আমরা তখন বহুমুখী অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাদি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই আমাদের স্বর্গস্থ পিতার এবং তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি গভীরতর হয়।

উপসংহার ঃ অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রদান করায়

এই ধরনের স্বতোঃপ্রণোদিত সেবাকার্য, আমাদের অতিরিক্ত এক সুবিধা দান করে। সেই সুবিধাটি হল, এই ধরনের সেবাকার্য প্রার্থনাকারীকে শুধু মাত্র গ্রহীতা না হয়ে, দাতা হওয়ারও সুযোগ দেয়। আমরা যদি সত্যই আমাদের প্রতিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি, আমরা শুধুমাত্র তাদের অভাব পূরণ করেই থেমে যাব না। আমরা তাদের অপরকেও দান করার উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করার চেষ্টা করব। কারণ দানের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করা যায়। খ্রীষ্টিয়ানরূপে আমাদের ঘোষিত সুসমাচার শুধুমাত্র নেতিবাচক বিষয় থেকে আমাদের রক্ষা করে না, কিন্তু ইতিবাচক বিষয়ের জন্যও রক্ষা করে। ■

এমি. এল. শেরম্যান,
পিএইচ.ডি, হাডসন ইন্সটিটিউটের একজন প্রবীন সদস্যা। যেখানে তিনি Faith in Communities Initiative *এর নির্দেশনা করেন। তিনি একাধিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। ঐ সব পুস্তিকায় দীনদরিদ্রদের জন্য ঈশ্বরের হৃদয়কে প্রকাশিত করেছেন। এছাড়া তিনি একাধিক পুস্তকও রচনা করেছেন, যেমন — উপাসনার জন্য ধ্যান, প্রার্থনা ও উপাসনা এবং যৌথ পরিচর্য্যার গোড়ার কথা ঃ মণ্ডলীর জন্য একটি পাঠ্যসূচী (হাডসন ইন্সটিটিউট — ২০০২)।*

সুস্থ বিশ্বাসী-সম্প্রদায় গড়ে তোলার দ্বারা মতভেদ ন্যূনতম করণ

শক্তিশালী ও সুস্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায় গড়ে তুলে, মণ্ডলীর বিবাদ-বিসংবাদ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ন্যূনতম করা যায়। যখন সাহসী নেতাগণ ও ভালবাসাপূর্ণ লোকেরা সংঘর্ষের ক্ষতিকারক যন্ত্রণা জয় করতে শেখে এবং পারস্পরিক নির্ভরতার অপার আনন্দ উপভোগ করে, তখন তারা একটি সুস্থ মণ্ডলী প্রতিপালন করার জন্য ব্যগ্র ভাবে কাজ করে। তখন সংঘর্ষ মেটানোর বিষয়টি একটি সাময়িক নিষ্পত্তির বিষয় না থেকে একটা ইচ্ছাকৃত, পারস্পরিক ও সাংগঠনিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়।

গেরি. আর. এলেন কর্তৃক রচিত

মণ্ডলীর সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা

বহু মণ্ডলীর গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, যখন ক্ষতিকারক সংঘর্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগকে শক্তিহীন করে তোলে। এই ধরনের সংঘর্ষ ঈশ্বরের সেই বাক্যের বিপরীত, যে বাক্যের দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ "যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যতদূর হাত থাকে, মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক" (রোমীয় ১২:১৮)। অবশ্য, যদি উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে মণ্ডলীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিচর্য্যার উপর সংঘর্ষের একটা ইতিবাচক প্রভাব থাকে।

বিধবংসী সংঘর্ষ, অমণ্ডলীভুক্ত লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার ও তাদের মণ্ডলীতে একত্রিত করার পথে একটা বড় বাধা। লণ্ডনের সেবাপরিচর্য্যা/পৌরহিত্য বিভাগের উপ-প্রধান একবার বলেছিলেন ঃ "সদস্যদের স্থানীয় মণ্ডলীতে যোগদান না করার অন্যতম কারণ হল, তারা মণ্ডলীর নানা স্তরে বিতর্ক দেখতে পায়। পুরোহিতগণ ও খ্রীষ্টিয়ান নেতাগণ যদি মণ্ডলীকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাহলে তাঁদের সাফল্যযুক্ত প্রস্তাব দ্বারা সংঘর্ষ মেটানোর কৌশল শিখতে হবে।"

যারা মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত নয়, তারা মণ্ডলী বিবাদমুক্ত এমন আশা করে না। অবশ্য এটা তাদের পক্ষে আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, বাইবেলের যে সব নীতি মণ্ডলী ঘোষণা করে, তার দ্বারাই তাঁরা মণ্ডলীর সংঘর্ষের সমাধান করবে।

বহু মণ্ডলী সংঘর্ষ-পরবর্তী অবস্থায় থাকে। বর্তমানে তাদের মধ্যে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগ শক্তিহীন। যে কোন সময় নূতন করে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে বা বিবাদমান মণ্ডলীকে নিহত করতে পারে। মণ্ডলীর অবস্থা শোচনীয় এবং সেইজন্য বিবাদ নিরসনের প্রস্তাব গ্রহণ একান্তভাবে জরুরী।

মণ্ডলীর মধ্যে আত্মিক ও ব্যক্তিগত পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, পরিবারের পর, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ই হল, সেই প্রাথমিক পরিবেশ, যেখানে মানুষ তাদের পরিবর্তিত জীবনের বল প্রদর্শন করবে। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে, আত্মিক, বুদ্ধিগত ও আবেগজনিত অভিজ্ঞতা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রাথমিক মণ্ডলীতে, তাদের যৌথ কর্তব্যগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল। "আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সমাধানে রাখিত; আর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত", (প্রেরিত ২:৪৪,৪৫)

খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি হল ক্রুশ। খ্রীষ্ট বিভিন্ন দেহকে এক দেহে সংযুক্ত করেছেন। বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্ট দেহের অন্তর্ভুক্ত কারণ তিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা তাদের পরিত্রাণ সাধন করেছেন। তিনি তাদের একসঙ্গে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত করেছেন এবং এখন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বিশ্বাসী সম্প্রদায় এখন একে অন্যের কাছে দায়বদ্ধ কারণ তারা পরস্পরকে পছন্দ করে এবং তাদের অভিজ্ঞতা একই, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যীশু তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আর এটাই তাদের কর্তব্য যে তারা এমনভাবে ব্যবহার করবে যা পরস্পরের জন্য সর্বোত্তম — ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তারা কিছু করবে না।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য

বিশ্বাসী সম্প্রদায়রূপে মণ্ডলী অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক ধরনের। এটি পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের কারণে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আর যীশু আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে বলেছেন। সেইজন্য অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা মণ্ডলী, পারস্পরিক সংঘর্ষে অধিকতর সংবেদনশীল।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনন্তকালীন

মণ্ডলী, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য, ঈশ্বরের লোকদের নিয়ে, ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ। "কিন্তু তোমরা

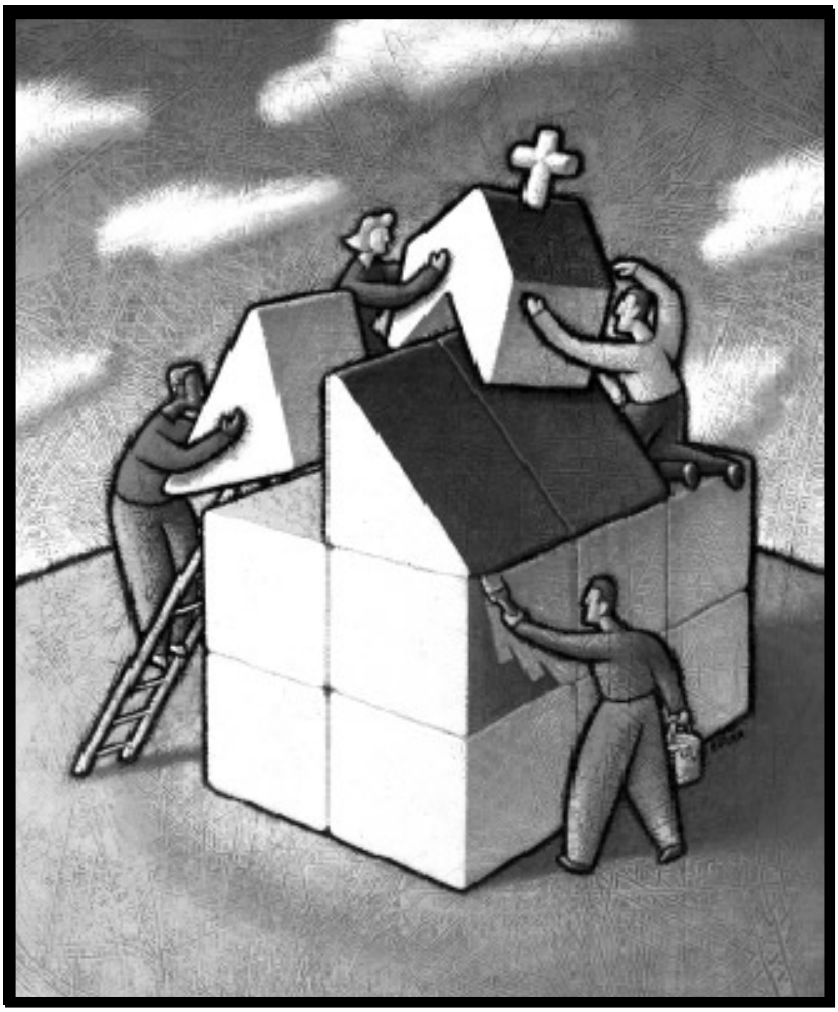

বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেম, সাধুতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যেন সংঘর্ষ মোচনের সুস্থ প্রক্রিয়া সহজেই গড়ে তোলা যায়।

মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাহারই গুণকীর্তন করে, যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন," (১ পিতর ২:৯)। বিশেষতঃ সংঘর্ষের সময়ে, বিশ্বাসীদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তারা ঈশ্বর-রচিত সম্প্রদায়ের অংশ বিশেষ।

অতিপ্রাকৃতিকভাবে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে

একমাত্র ঈশ্বর, মণ্ডলীর ন্যায় এক অতুলনীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেন। যে সব লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে আসে, তাদের ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি এত পৃথক পৃথক যে, খ্রীষ্টের সাধারণত্ব ছাড়া পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এমন এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা ও সংঘর্ষ অনিবার্য। অবশ্য পবিত্র আত্মার সহায়তায় এবং ফলপ্রসূ সংঘর্ষ সমাধান ব্যবস্থা দ্বারা, তাদের মধ্যে একতা ও সেবামূলক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের দৃশ্যমান স্থানীয় প্রকাশভঙ্গি আছে

মণ্ডলী, বৃহত্তর অদৃশ্য মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সংস্করণ নয় — মণ্ডলী খ্রীষ্ট দেহের পূর্ণ প্রকাশিত রূপ। যখন দুই কি তিনজন খ্রীষ্টের নামে একত্রিত হয়, ত্রাণকর্তা ও প্রভু, সেখানে উপস্থিত থাকেন (মথি ১৮:২০)। তাঁর উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও ঘনিষ্ঠতা মূল্যায়িত ও প্রকাশিত হয়।

বিশ্বাসী সম্প্রদায় ঈশ্বরের অনুগ্রহের তত্ত্বাবধায়ক

মণ্ডলী যখন তার নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, তখন সেটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায়। যদি ঈশ্বর জ্যোতিঃ হন এবং মণ্ডলী একটি আতস কাঁচ হয়, তাহলে মণ্ডলী তার সংস্কৃতিতে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণচ্ছটা প্রতিসরণ করে। মণ্ডলীর প্রচারমূলক উদ্দেশ্য একটি প্রক্ষেপকের ন্যায়, যেখানে মণ্ডলী নিজেকে নয় কিন্তু তার জনমণ্ডলীর কাছে যীশু খ্রীষ্টকে প্রদর্শন করে। পৌল বলেছেন ঃ "আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, যাহাতে পরজাতিদের কাছে আমি খ্রীষ্টের সেই ধনের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি," (ইফিষীয় ৩:৮)।

সংঘর্ষের কালে, মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের তত্ত্বধায়ক হওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে আহ্বান করা হয়েছে। "কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে," (ইফিষীয় ৪:৭)।

বিশ্বাসী সম্প্রদায় যা ঘোষণা করে, তার বাস্তবতা নিজেদের ঐক্যের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শন করে

বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত জীবন এবং মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানিক জীবন, তারা যে সুসমাচার ঘোষণা করে, তার সমরূপ হওয়া উচিত। বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সুসমাচারের মূল বার্তা। বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেম, সাধুতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যেন সংঘর্ষ মোচনের সুস্থ প্রক্রিয়া সহজেই গড়ে তোলা যায়।

যখন একজন অভাবগ্রস্ত হয়, বিশ্বাসী সম্প্রদায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। "এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে, তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায় এবং এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত হইলে, তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ করে," (১ করিন্থীয় ১২:২৬)। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের নিরসন করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর দায়িত্ব।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়, এমন এক স্থান, যেখানে রূপান্তরিত জীবন রোপিত হয় এবং পরিপক্ক হতে থাকে

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য মণ্ডলী রচনা করেছেন। তিনি তাদের এক বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে রেখে দেন, যেন তারা বৃদ্ধি পায় ও পরিপক্ক হয়। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বাইরে, আত্মিক পরিপক্কতা সহজে গড়ে ওঠে না। আত্মিকতা ঈশ্বরের সঙ্গে এক পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তথাপি তিনি চান, এই সম্পর্ক অপর বিশ্বাসীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠুক।

যীশু তাঁর শিষ্যগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর.....আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দাও," (মথি ২৮:১৯, ২০)। শিষ্যত্ব ও শিক্ষাদান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, যেখানে অধিকতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ প্রদাশ করেন। শিষ্য-মনোনয়ন ও আত্মিক পরিপক্কতার মূল অভিপ্রায় মণ্ডলীর চুক্তিবদ্ধ বিষয় নয়।

বিশ্বাসী সম্প্রদায় খ্রীষ্টের উপস্থিতি দৃশ্যমান ক'রে তোলে

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল। খ্রীষ্টের অলৌকিক উপস্থিতি। এদন উদ্যানে, প্রান্তরে মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভের মধ্য দিয়ে, মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে, পঞ্চাশত্তমীর দিন, এবং প্রাচীন যুগে আরও নানাভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছিল। আজকের দিনের মণ্ডলীতে খ্রীষ্টের উপস্থিতি অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে।

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, অখ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের লোকেদের আচার-আচরণ থেকে যীশু-খ্রীষ্টের সম্পর্কে প্রথম ধারণা লাভ করে। মণ্ডলীর একতা রক্ষা ও সংঘর্ষ মিমাংসার সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের অলৌকিক উপস্থিতি ও ক্ষমতা দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

যদিও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিবিড় সহযোগিতা ও গভীর ব্যক্তিগত বোঝাপড়া, অনেক সময় মণ্ডলীকে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী অপেক্ষা আরও বেশী সংঘর্ষ প্রবণ করে তোলে, তথাপি এই সকল আত্মিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডলীকে আরও ভালভাবে বিবাদ মিটাতে সাহায্য করে।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি দায় দায়িত্ব

নূতন নিয়মে, বিশ্বাসীগণ পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে বহু আজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। এই আজ্ঞাগুলি পারস্পরিক কর্তব্যের এক তালিকা তৈরী করে — মণ্ডলীর সদস্যগণ পরস্পরের প্রতি যে দায়দায়িত্ব পালন করবে। বিশ্বাসীগণ যখন বুঝতে পারে তারা পরস্পরের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে, তখন হয়তো তাদের পার্থক্য ন্যূনতম হয়ে যায় এবং হয়তো ক্ষতিকর সংঘর্ষ দূরীভূত হয়।

যীশু বিশ্বাসীদের পরস্পরকে ভালবাসতে আজ্ঞা করেছেন

সম্ভবতঃ যীশু প্রদত্ত সব থেকে ব্যাপক ও সুপরিচিত আজ্ঞা হল, "তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে।" তিনি আরও বলেছেন — "তোমরা পরস্পরকে প্রেম কর, আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিতেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" (যোহন ১৩:৩৪, ৩৫)। যীশুর এই আদেশ খ্রীষ্টিয়ান কর্তব্যের মূল নির্দেশ এবং নূতন নিয়মে ১০ বার এই আদেশটি পুনরুল্লিখিত হয়েছে (যোহন ১৫:১২, ১৭; রোমীয় ১৩:৮; ১ থিষলনীকীয় ৪:৯; ১ পিতর ১:২২; ১ যোহন ৩:১১ ,২৩; ৪:৭, ১১, ১২; এবং ২ যোহন ৫ অধ্যায়)। পরস্পরকে ভালবাসা বাধ্যতামূলক এবং সংঘর্ষ নিরসনের মূল কথা।

পৌল যীশুর এই আজ্ঞায় পুনরায় শক্তিদান করেছেন

পৌল যীশুর আজ্ঞাটি গড়ে তুলে বলেছেন ঃ "ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর," (রোমীয় ১২:১০)। তিনি আরও বলেছেন, "প্রেমের দ্বারা একজন অন্যের দাস হও," (গালাতীয় ৫:১৩)। পৌল, প্রভুর কাছে থিষলনীকীয়দের সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন, যেন তারা শুধুমাত্র পরস্পরের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি না করে কিন্তু অপর সকলকেও প্রেম করেন। "পরস্পরের এবং সকলের প্রতি সর্বদা সদাচরণের অনুধাবন করে," (১ থিষলনীকীয় ৫:১৫, তুলনীয় ৩:১২)। থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্রে, তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কারণ পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেক জনের প্রেম উপচিয়া পড়িতেছে (২ থিষলনীকীয় ১:৩)।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসীগণ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হন

খ্রীষ্টে বিশ্বাসীগণ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এক দেহ তৈরী করে (রোমীয় ১২:৫)। আমরা এক দেহের সদস্য ঃ "অতএব তোমরা, যাহা মিথ্যা, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন, আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও; কারণ আমরা পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ", (ইফিষীয় ৪:২৫)। এবং "পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে," (১ যোহন ১:৭)। পৌল প্রার্থনা করেছিলেন রোমীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুগামী হয়ে, নিজেদের মধ্যে 'আত্মিক ঐক্য' বজায় রাখতে পারে (রোমীয় ১৫:৫)। খ্রীষ্ট দেহে বিভেদ এড়ানোর জন্য, পৌল সদস্যদের সমভাবে পরস্পরের জন্য চিন্তা করতে বলেছিলেন, (১ করিন্থীয় ১২:২৫)। এবং তাদের "পরস্পর অতিথি সেবা" করতে বলেছিলেন (১ পিতর ৪:৯)।

বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে সমাদর করবে

সমগ্র বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে লোকেরা ঈশ্বরকে ও পরস্পরকে সমাদর করবে। পৌল বলেছেন ঃ "ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর," (রোমীয় ১২:১০)। তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পরস্পরকে সমাদর করলে, দেহের বিভেদ ন্যূনতম হয়ে যায়।

বিশ্বাসীগণ পরস্পরের প্রতি নম্র হয়ে শান্তিতে বসবাস করে

যীশুর বাক্যে আমরা এই আজ্ঞার আরও একটা দিক দেখতে পাই, "পরস্পর শান্তিতে থাক" (মার্ক ৯:৫০)। পৌল এই কথা নানাভাবে বলেছেন, "পরস্পর শান্তিতে বসবাস কর", (১ থিষল ঃ ৫:১৩), "তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও," (রোমীয় ১২:১৬); "প্রতিযোগিতা কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর," (ফিলিপীয় ২:৩)। পিতর বলেছেন ঃ "এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর," (১ পিতর ৫:৫)।

বিশ্বাসীগণ একে অন্যকে গ্রহণ করে

পৌল, রোমীয় ১৪:১৩ পদে বলেছেন, "আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার না করি।" "যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি তোমরা.....একজন অন্যকে গ্রহণ কর" (রোমীয় ১৫:৭)। "পরস্পরের সহনশীল হও এবং যদি কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর, প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর," (কলসীয় ৩:১৩)। "তোমরা পরস্পর মধুর-স্বভাব ও করুণাচিত্ত হও, পরস্পর

ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন," (ইফিষীয় ৪:৩২)। "তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর," (যাকোব ৫:১৬) অপরের ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতিগণ পার্থক্য স্বীকার করলে, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ ও অভিলাষ প্রসারিত হয় এবং সেই প্রকারে সংঘর্ষ এড়ানো যায়।

বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে বহন করে

পরস্পরকে বহন করার অর্থ, যাদের আমরা পছন্দ করিনা — যারা আমাদের কাছে কঠিন লোক — তাদেরও আমরা বহন করব, অর্থাৎ তাদের জন্য চিন্তা করব। শাস্ত্রে আমাদের সেই সব লোকদের "সহ্য করতে, বহন করতে, অবিচলিত থাকতে ও তাদের জন্য কষ্ট ভোগ করতে" বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে বা তাদের কথা ও কাজের জন্য তারা আমাদের কাছে কোন জবাবদিহি করবে না। "কিন্তু বলবান, যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্বলদিগের দুর্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি। আমাদের প্রত্যেকজন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক," (রোমীয় ১৫:১,২),(তুলনীয় কলসীয় ৩:১৩, ১৪)।

বিশ্বাসীগণ একে অন্যের সেবা করে

পরস্পরকে গ্রহণ করার জন্য, পরস্পরের মধ্যে ধর্মসম্মত বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয়। পিতর বলেছেন ঃ "তোমরা যে যেমন অনুগ্রহ-দান পাইয়াছ, তদনুসারে..... পরস্পর পরিচর্য্যা কর" — (পিতর ৪:১০, তুলনীয় গালাতীয় ৫:১৩)। যীশু তাঁর শিষ্যদের একই শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা পরস্পরের পা ধুয়ে দেবে", (যোহন ১৩:১৪)। পৌল এই একই চিন্তাধারা অনুসারে বিশ্বাসীদের আদেশ করেছিলেন, "খ্রীষ্টের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও" — (ইফিষীয় ৫:১২) এবং "তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর, এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর," (গালাতীয় ৬:২)।

বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে উৎসাহিত করে

পৌল রোমীয় খ্রীষ্টিয়ানদের দেহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেন তাঁরা উভয়েই "পরস্পরের বিশ্বাস দ্বারা উৎসাহিত হতে পারেন," — (রোমীয় ১:১২)। নিয়মিত সমবেত আরাধনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল, "আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি," (ইব্রীয় ১০:২৪,২৫)। বিশ্বাসীদের আরও বলা হয়েছে "তোমরা দিন দিন পরস্পর চেতনা দাও," (ইব্রীয় ৩:১৩), "তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দেও, এবং একজন অন্যকে গাঁথিয়া তুল," (১ থিষল : ৫:১১ — তুলনীয় ৪:১৮)। "পবিত্র বিশ্বাসের উপরে, আপনাদিগকে গাঁথিয়া" তোল (যিহূদা ২০ পদ)। যখন বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে উৎসাহিত করবে ও গেঁথে তুলবে, তখন তাদের মধ্যে কোন ক্ষতিকর সংঘর্ষ স্থায়ী হবে না।

বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে উপদেশ দেয় ও গেঁথে তোলে

পৌল 'পরস্পরকে গেঁথে তুলতে' চেয়েছিলেন (রোমীয় ১৪:১৯)। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর," (কলসীয় ৩:১৬, তুলনীয় ইফিষীয় ৫:১৯)। পৌল সুনিশ্চিত ছিলেন যে রোমীয়রা "পরস্পরকে শিক্ষাদান" করতে পারে (রোমীয় ১৫:১৪)

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ মেটানোর জন্য, শাস্ত্রের 'পরস্পর' শব্দটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। বিশ্বাসীদের পরস্পরের আত্মিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

সংঘর্ষ মীমাংসার ক্ষেত্রে ক্ষমাশীলতার ভূমিকা

যখন সংঘর্ষ চলতেই থাকে এবং লোকেরা একে অন্যকে আঘাত করে, তখন সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য পরস্পরকে ক্ষমা করা প্রয়োজন। **ক্ষমাশীলতা** শব্দটির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় — "অপরাধ-মোচন-কারী ব্যক্তির মন ও মননের এক ক্ষত্রিয় পদ্ধতি, যারা দ্বারা সে অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গে সহভাগিতার নৈতিক বাঁধা দূর করে, বন্ধুত্বের স্বাধীনতা ও আনন্দ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।" অনেক সময় বিবাদমান ব্যক্তিগণ পরস্পরকে ক্ষমা করে, সহভাগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করে। আবার অনেকে ক্ষমার ইচ্ছা নিয়ে নিজেদের নিরাময় পদ্ধতি কার্যকরী করতে চায়।

যীশু ও স্তিফান ক্ষমাশীলতার উদাহরণ। এমন কি তাঁরা তাঁদের মৃত্যু কালেও তাদের হত্যাকারীদের ক্ষমা করেছিলেন, এমন কি যখন তাঁদের আক্রমণকারীরা ক্ষমা ও পুনর্মিলনের কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিল (লূক ২৩:৩৪;প্রেরিত ৭:৫৯, ৬০)।

যদিও অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুকালে সম্ভবতঃ সংঘর্ষের মুখোমুখি হন না, বিধবংসী একজন মানুষের জীবনে সব থেকে কষ্টকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। অনেক সময় যখন বিবাদের নিষ্পত্তি হয় না তখন ক্ষমার প্রয়োজন হয়, যেন আহত ব্যক্তি পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে, পুনরায় শুরু করতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপরকে আঘাত করে এবং সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কোন অভিপ্রায়ই তার থাকে না। এরূপ পরিস্থিতিতে যারা আহত হন, তাদের সেই সব ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হবে যারা তাদের আঘাত করেছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করে যাচ্ছে।

বৈচিত্র, পার্থক্য, বিবাদ অথবা পুর্নমিলন এই সব শব্দ অপেক্ষা **ক্ষমাশীলতা** শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। ক্ষমাশীলতা শব্দটির সংজ্ঞা দান সম্ভবত কঠিন কারণ মানুষ কোন সংঘর্ষের সঙ্গে আবেগজনিতভাবে জড়িয়ে পড়ার পরেই ক্ষমা করার কথা চিন্তা করে।

অনেক সময় লোকে বিবাদ মীমাংসা না করে অজুহাত স্বরূপ ক্ষমার ব্যবহার করে যেমন — যখন তারা অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় না বা বিবাদ মীমাংসার দক্ষতা তাদের থাকে না। তারা শুধুমাত্র চায় বিবাদটা মিটে যাক। তাদের পক্ষে ক্ষমা, একটা আত্মিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠে, যা তাদের দায়দায়িত্ব লাঘব করে দেয়। কোন কোন সময়, যখন কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হয় এবং অপরাধী বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য, তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনে অপারগ হন, তখন ক্ষমা করাই একমাত্র সমাধানের উপায়। কিন্তু সম্ভব হলে নিরাময় পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত উভয় পক্ষই, ক্ষমাকে প্রতিকল্পরূপে ব্যবহার করবে না।

ক্ষমা পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পুর্নমিলনের প্রয়োজন হয়। ক্ষমার প্রকৃত কাজ হল, শুধুমাত্র ক্ষমাকারী ব্যক্তির ঘৃণা, মনোমালিন্য, সন্দেহ ও বিবাদ দূর করা নয় — কিন্তু সেই ভাই বা বোনকে প্রকৃত ভাই বা বোন রূপে পুনরায় লাভ করা। যেহেতু বিশ্বাসী সম্প্রদায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একতা প্রকাশ করে। "ক্ষমাশীলতা আবশ্যিক, পুর্নমিলন ঐচ্ছিক" — এই নীতি যীশুর উদাহরণের উপর ভিত্তিশীল নয়। যে ক্ষমা সমগ্র

সম্প্রদায়কে পুনরুদ্ধার করার পরিবর্তে শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজের বিবেক রুদ্ধ করার উপর জোর দেয়, সেটা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান নীতি সম্মত নয়। ক্ষমার প্রধান উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ের পুর্নগঠন — ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধতা নয়।

ক্ষমার পদ্ধতিতে পরিকল্পিত সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথা সময়ে ক্ষমা প্রদান করলে, পুর্নমিলন সম্ভব হয়। যদি কোন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংঘর্ষ, মুখোমুখি ও কাজের জন্য যথেষ্ট সময় না দেন, তাহলে পুর্নমিলন হয়তো দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু তার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যদি অপর কারও সঙ্গে পুর্নমিলনের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত কৌশল না থাকে, তবে সেই পুর্নমিলন তার প্রতি প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজন।

দুঃখজনক স্মৃতির জন্য প্রার্থনাশীল পদ্ধতির মূল্য

কর্কশ বাক্য ও কাজ দুঃখজনক, আবেগজনিত স্মৃতি সৃষ্টি করে, যার ফলে বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এইসব দুঃখজনক স্মৃতি নিম্নের দুটির মধ্যে যে কোন একটি কাজ করতে পারে ঃ সেগুলি সেই ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে পারে অথবা সেগুলি সেই ব্যক্তির ধৈর্য্য ও বিবাদ মীমাংসার অনুগ্রহ দানে পরিণত হতে পারে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে আশীর্বাদ বা অভিশাপ যে কোনভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিবাদ মেটানো বা স্থায়ী করার মনোভাব বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়। ভাবাবেগ আহত হয়েছে, এমন অনেক ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমা করা, ছেড়ে দেওয়া ও যা হয় হোক মনে করা কঠিন। একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে ক্ষতিকারক বিবাদ সৃষ্ট দুঃখকষ্ট নিরাময় করা যায়। দৈহিক ক্ষতের ন্যায়, আবেগজনিত ক্ষত ধীরে ধীরে নিরাময় করা যায়। দুঃখজনক স্মৃতি নিরাময় করতে হলে দুঃখের পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় ঃ অস্বীকার, ক্রোধ, বিতর্ক, হতাশা ও গ্রহণ করার স্বীকৃতি। যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক এইসব ধাপের মধ্যে দিয়ে যায়, সে প্রতিটি ধাপের আরও গভীরে প্রবেশ করে। আবেগজনিত ক্ষত নিরাময়ের পাঁচটি ধাপ, আত্মিক নিরাময়ের স্বাভাবিক পথ নিদর্শন করে।

ঈশ্বরের দান রূপে ক্ষমাশীলতার মূল্য

আমেরিকার, পৌরহিত্যে পরামর্শদান সংঘের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট এবং পুরোহিতদের যত্ন ও পরামর্শ দানের আর্ন্তজাতিক কমিটির ভাইস্-প্রেসিডেন্ট, জন প্যাট্রন মনে করেন, বহু খ্রীষ্টিয়ান, একটি কাজ বা মনোভাবরূপে যখন ক্ষমাশীলতার কথা চিন্তা করে, তখন তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ক্ষমা করতে অপারগ হন। প্যাট্রনের বিশ্বাস ক্ষমাশীলতা কোন মানবিক কাজ বা মনোভাব নয় কিন্তু এটা ঈশ্বর প্রদত্ত একটি বিশেষ দান। যখন প্রত্যাখ্যান ও নৈরাশ্যের উত্তরে লজ্জা আসে, তখন তা মানুষকে রক্ষামূলক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। প্যাট্রনের প্রস্তাব এই যে, আরোগ্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক, জোরালো ভিত্তি ও অপরাধ আবিষ্কারের জন্য, আত্মরক্ষামূলক লজ্জা প্রকাশের সুযোগ দেয়, (যেমন ক্রোধ, ক্ষমতা ও ধার্মিকতা)। যখনই সেই ব্যক্তি তার অপরাধ বুঝতে পারে, সে বোঝে যে সে, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এক পাপী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত। পৌরহিত্যে পরামর্শদাতার ভূমিকা ক্ষমার কাজে বা মনোভাবের পরিদর্শন বা উৎসাহদান করা নয় কিন্তু ঐ ব্যক্তি যেন লজ্জার আচরণ মুক্ত হয়ে, অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পায়, এমন এক উপযুক্ত, জোরালো পরিবেশ গড়ে তোলা।

উদ্ধারকারী স্মরণকার্যের মূল্য

ভ্রান্ত ক্ষমা সমাজের নৈতিক তন্তু ক্ষয় করে দেয়। কিন্তু উদ্ধারকারী স্মরণকার্য, অতীতকে না ভুলে, প্রত্যাশাপূর্ণ ও উদ্ধারকারী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করে। যেহেতু ক্ষমা বঞ্চনা নয় কিন্তু বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য যারা ক্ষমা করে, তারা সংঘর্ষের ভয় করে না কিন্তু ঘৃণা অপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীনতার দ্বারা পরিচালিত হয়। যারা জীবনের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমূল ভালবাসা দ্বারা ক্ষমা করেন, তারা পরস্পরের প্রতি সমাদর ও দায়বদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত হয়। এটাই আমাদের স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে কোন মানুষই সম্পূর্ণ শুদ্ধ নয়। মানুষ ক্ষমা করে, যখন সে বোঝে যে ঈশ্বর তার অন্তরের সকল পাপ ক্ষমা করেছেন। যখন কোন ব্যক্তি তার প্রতিবাসীকে ক্ষমা করে না, সে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভাল ও মন্দের মিশ্রণকে অসৎ রূপে অস্বীকার করে।

ক্ষমার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। পুর্নমিলনের জন্য ক্ষমা কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয় কিন্তু ক্ষমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরও মানব মনের বিহ্বলতা ও উৎপীড়নে অনুপ্রবেশ করতে চান। পুর্নমিলন সম্ভব হয় কারণ ঈশ্বরকে ডাকা হয় এবং তিনি উত্তরদানে ব্যগ্র হন।

আমরা কিভাবে অপরের সঙ্গে ব্যবহার করব, তার একটা মূল্যবান উপায় হল, আমরা কিরূপে আঘাত পেয়েছি বা অন্যকে আঘাত করেছি তা স্মরণ করা। ক্ষমার অর্থ, দুর্ব্যবহার মেনে নেওয়া বা ক্ষতিকর সম্পর্ক বজায় রাখা হতে পারে না। আমরা কতটা মেনে নিতে পারি, তার একটা সীমা স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই সীমা অন্যের কাছে স্পষ্ট করে দিতে হবে। অপরকেও তার কাজের জন্য আমাদের কাছে জবাবদিহি করা প্রয়োজন।

বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জলে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ

ঈশ্বর মণ্ডলীকে দুটি অধ্যাদেশ (জরুরী বিধি) প্রদান করেছেন — জলে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ। তিনি আমাদের এদুটি বিধি দিয়েছেন, যেন তাঁর সঙ্গে এবং খ্রীষ্ট দেহে অপরের সঙ্গে আমাদের একটি নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় থাকে। বিবাদ নিরসনের জন্য বিশ্বাসীদের কর্তব্যের মূল, একে অন্যের ও খ্রীষ্টের প্রতি দায়বদ্ধতার মধ্যে গ্রথিত হয়েছে।

জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণের ভূমিকা

জলে বাপ্তিস্ম, বিবাদ মীমাংসার জন্য দুটি বিশেষ সাহায্য প্রদান করে। প্রথমতঃ জলে বাপ্তিস্ম আমাদের খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ জলে বাপ্তিস্ম, আমাদের দ্বারা 'সমরূপ বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে" (২ পিতর ১:১) তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম ও তাদের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে। খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আমরা জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, আমাদের আত্ম-মৃত্যু, পুরাতন প্রকৃতির সমাধি ও খ্রীষ্টে নব জীবন প্রাপ্ত হই। আমাদের জীবনে তাঁর পরিবর্তনকারী শক্তি, আমাদের পাপের ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করে। আমরা আর ঈশ্বর বিরোধী এবং তাঁর ও তাঁর বিধির প্রতি বিদ্রোহী থাকি না। আমাদের হৃদয় পরিবর্তিত হয় এবং তিনি আমাদের বিশ্বাসী সম্প্রদায়ে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করতে দেন।

পৌল এই বিষয়ে, ইফিসীয় ও করিন্থীয় উভয়দের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও। দেহ এক এবং আত্মা এক, যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের পিতা ও ঈশ্বর এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন," (ইফিষীয় ৪:৩-৬)। "যেমন দেহ এক, আর তাহার

অঙ্গ প্রত্যক্ষ অনেক এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ অনেক হইলেও এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ। ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস, কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি(১ করিন্থীয় ১২:১২, ১৩)।

জলে বাপ্তিস্ম, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসীকে অপর বিশ্বাসীর সঙ্গে একাত্ব করে। আমরা শুধুমাত্র একই ধরনের পরিত্রাণের সাক্ষ্যদান করি না কিন্তু আমরা খ্রীষ্ট দেহে সহভাগিতার সমর্থন ও মঙ্গল-কামনাও করে থাকি। এর ফলে ঐক্য বজায় রাখার জন্য আমরা সুযোগ পাই ও দায়দায়িত্বও পালন করি। আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে, পার্থক্য দূর করতে ও একে অন্যকে ক্ষমা করতে বাধ্য।

প্রভুর ভোজের ভূমিকা

জলে বাপ্তিস্মের ন্যায়, প্রভু ভোজ অনুষ্ঠান, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ সাহায্য প্রদান করে। প্রথমতঃ যে ত্রাণকর্তা নিজ দেহ চূর্ণ করে ও নিজ রক্ত পাতিত করে, আমাদের পাপমুক্ত করেছেন, প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করে, আমরা তাঁকে স্মরণ করি ও প্রতিফলিত করি। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, রুটি ও পানপাত্র তারই প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা নিজেদের জন্য যা করতে পারি না, তিনি আমাদের জন্য তা সম্পন্ন করেছেন, এই কথা স্মরণ করে, আমরা নম্র হয়ে উঠি। আমরা আরও স্মরণ করি যে, তাঁর ভগ্ন দেহ ও পাতিত রক্তের কারণে আমরা প্রত্যেক জন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত হতে পেরেছি, এটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মধ্যে এক শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের ধারণা সৃষ্টি করে এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ প্রভুর ভোজ, ঈশ্বরের সঙ্গে ও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্যদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখার সময়। প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করে, আমরা আমাদের বাপ্তিস্মের একাত্মতা ও দায়বদ্ধতা পুনরায় সমর্থন করি। আমরা প্রভুকে স্মরণ করে, তাঁর দেহ ও রক্তের প্রতীক ভক্তিভরে গ্রহণ করি। সেই সঙ্গে, খ্রীষ্ট দেহে ভ্রাতা ও ভগ্নিরূপে, আমরা আমাদের সহ বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের প্রেম ও দায়বদ্ধতা স্বীকার করি।

প্রভুর ভোজের কেন্দ্রিয় উদ্দেশ্য হল, "মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক" — (১ করিন্থীয় ১১:২৮)। প্রভুর মেজেতে, সমস্ত বিভেদের অবসান হোক — যেন ঈশ্বরের সঙ্গে ও সহ বিশ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিভেদ ধ্বংসকারক হতে না পারে। প্রভুর এই মেজেতেই, ঈশ্বরের প্রেম ও আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম পরিমাপযোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রেম শব্দটি মানুষের কাজের অভিপ্রায় নির্দেশ করে। যখন একটি মণ্ডলীতে বিস্ময়কর প্রেম (পরস্পরের প্রতি) থাকে, তার অর্থ শক্তিমান, দুর্বল, ধনী, দরিদ্র, বড়, ছোট সকলেই পরস্পরের জন্য চিন্তা ভাবনা করে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে। প্রভুর ভোজে প্রেমের মধ্য দিয়ে যে, মাণ্ডলিক সহভাগিতা গড়ে ওঠে, প্রভুর শেষ ভোজে আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই। যে ভাবে মানুষ উষ্ণ, স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে একসঙ্গে ভোজন করে, মণ্ডলীও সেই সহভাগিতার ভিত্তিতে মেজের চারিদিকে একসঙ্গে সমবেত হয়। বিশ্বাসীগণ প্রতীকরূপে খ্রীষ্টের ভগ্ন দেহ ভক্তিভাবে গ্রহণ করে এবং তাঁর পাতিত রক্ত এক সঙ্গে পান করে এবং জনগণ একসঙ্গে স্বীকার করে যে, তাঁর কাছ থেকেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়। প্রেরিতদের ধর্মসূত্রে, খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের বিশ্বাস করে এবং বলে যে, তারা 'সাধুদের সহভাগিতায়' বিশ্বাস করে। 'সাধুদের সহভাগিতায়' জোর দিয়ে বলা হয় যে সমস্ত বিশ্বাসী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সহভাগিতা আছে।

ঈশ্বর আমাদের সহভাগিতা সহ অনুগ্রহের নানা উপায় দান করেছেন। এই সহভাগিতা দ্বারা আমরা বিবাদ মীমাংসার ও কঠিন লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের অনুগ্রহ লাভ করি। কোন ব্যক্তিই অপরের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য নিজেকে নিষ্কৃতি না দিয়ে, পরস্পরকে ঈশ্বরের সম্মুখে দায়বদ্ধ করে তুলবে। যখন কোন ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্ককে, মণ্ডলী পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে, তখন যা ঘটে, তার সঙ্গে 'সহভাগিতার ভালবাসাকে' তুলনা করা যায়। যারা অবাধ্য ও কলহপ্রিয়, লোকে তাদের 'ভালবাসার সহভাগিতার' অর্ন্তভুক্ত করতে চায়, যদিও তাদের কিছুটা শাসন করার প্রয়োজন হয়। তাদের দূরে সরিয়ে দিলে চলবে না, তাদের জন্যও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

জলে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজের সহভাগিতা, আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ঈশ্বরের প্রেম ও আমাদের দায়বদ্ধতার কথা অবিরত স্মরণ করিয়ে দেয় না। কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য ও সকল বিবাদ দূর করার জন্য এগুলিই আমাদের বাস্তব পন্থা। জলে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা একে অন্যকে স্বীকার করি এবং ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল থাকি। সম্প্রদায়, যারা ঐক্যে এবং খ্রীষ্টে, যিনি বলেছেন, "আমি প্রভুর ভোজের মধ্য দিয়ে, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে অনুপ্রবেশ করে এমন প্রতিটি বিবাদ মেটাতে বাধ্য থাকি।

উপসংহার

মণ্ডলীর প্রত্যেকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিবাদ মীমাংসার নৈপুণ্যে শিক্ষণ লাভ করা প্রয়োজন। একটি জরুরী বিষয় হল, প্রত্যেক জাতীয় নেতা, জেলাভিত্তিক নেতা, পুরোহিত ও মণ্ডলীর নেতাগণকে উপযুক্ত শিক্ষণ লাভ করতে হবে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে প্রতিটি বিবাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শান্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। মণ্ডলী একটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা খ্রীষ্টে, যিনি বলেছেন, "আমি সকলই নূতন করিতেছি, তাঁর প্রতি গৌরবময় প্রত্যাশা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করে।

বিবাদ মীমাংসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা মণ্ডলীর প্রতিটি সভ্যের দায়দায়িত্ব। প্রত্যেকে, ক্ষতিকর বিবাদ মেটাবার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে এবং পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

আমার মণ্ডলীর বহু ব্যক্তি কার্যস্থলে, নেতৃত্ব, দল-গঠন ও বিবাদ নিরসনের নৈপুণ্য অর্জন করেছে এবং মণ্ডলীর ক্ষেত্রে সেই নীতিগুলি রূপায়িত করেছেন। অনেক সময় আমাদের মণ্ডলীতে মহানৈপুণ্য সম্পন্ন এমন অনেক মহান ব্যক্তি থাকেন, যাঁরা অজ্ঞাত ও অব্যবহৃতই থেকে যান।

সংঘর্ষের উৎস ও প্রকৃতি এবং সংঘর্ষ মেটাবার পদ্ধতি অনুধাবনের পর, আমরা কিছুটা ভয়শূন্যভাবে সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে পারি এবং এমন প্রস্তাবের বাসনা করতে পারি, যা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে এবং মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগকে আরও কার্যকরী করে তুলবে। ■

গ্যারি আর. এলন. *ডি.মিন এনরিচ্‌মেনট্ পত্রিকার কার্য সম্পাদক এবং স্প্রিংফিল্ড, মিসৌরীর মিনিস্ট্রিয়াল এনরিচ্‌মেনট্ অফিসের জাতীয় পরিচালক।*

ল্যারি. ই. হেজেলবেকার

মাদকাসক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের সাহায্যদান

আসক্তি মাংসের কাজ এবং সেইজন্য পুরোহিতগণকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা কি কোন পাপ দমন বা কোন আসক্তি জয় করতে পারি?

জিম ২৭ বৎসর বয়সী, একজন অবিবাহিতা যুবক। কিন্তু কোকেনের প্রতি তার আসক্তি তাকে চেপে ধরে ছিল। পরামর্শদাতাগণ তাঁকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে ছিল যে, এটা তার একটা রোগ, কোন আসক্তি নয়। মন থেকে বেশী যা সে আশা করতে পারে, সেটা হল ঐ অসুস্থতা নিশ্চিত করা নয়। অসুস্থতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে হবে। জিম অসহায় হয়ে গেল এবং নিরাময়ের ক্ষীণ আশা নিয়ে আসক্তিতেই শৃঙ্খলিত হতে থাকল। তার অবস্থা আরও মন্দ হয়ে গেল। এই সময়ে সে তার মায়ের সন্তুষ্টির জন্য একদিন টলতে টলতে আবার অফিসে এল — সে তখনও তার অভ্যাস পূরণের কোকেন বিক্রয় করে দিচ্ছিল। আমাদের কথাবার্তার অনতিকাল পরেই, তার মা — আমাকে ফোনে জানালেন যে জিম কারারুদ্ধ হয়েছে। আরও ড্রাগের জন্য উন্মত্ত হয়ে এবং অর্থের অভাবে সে সুবিধাজনক এক দোকানে চুরি করেছিল এবং একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছিল। এই সিদ্ধান্তের জন্য শেষ পর্য্যন্ত মুক্তির আর উপায় ছিল না — তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

২১ বৎসর পূর্বে কোন এক বুধবারে, আমি স্বাভাবিকের থেকে অধিক সংখ্যক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। যখন আমি বৈকালিন উপাসনায় যোগদান করতে যাচ্ছি, পথে একজন যুবতী আমার দিকে এগিয়ে এলেন। যেহেতু আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম, আমি তাকে পরের দিন দেখা করতে বললাম। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, "আমার নাম গ্রেস। যদি আপনি এখন আমার সঙ্গে কথা না বলেন, আমার এই রাত আর কাটবে না।"

তারপর সে তার ব্লাউজের হাতা উপর দিকে টানল এবং তার বাহুর শুষ্ক ও ফোলা লম্বা দাগগুলো আমাকে দেখাল। তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, আর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। সে আমাকে বলল, গত তিনদিন সে ১৫০০ ডলার ব্যয় করে, প্রচুর হেরোয়িন সেবন করেছে। এখন সে অবসন্ন, ভীত ও তার সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমি তাকে কয়েক মিনিট সময় দেবার কথা বললাম। সে ক্রন্দন করছিল, অসংলগ্নভাবে কথা বলছিল, কিলবিল করছিল এবং বেশ কয়েকবার চেয়ার থেকে পড়ে গেল। তার ক্রন্দন ও আমার প্রার্থনার মধ্যে আমি একটি দর্শন পেলাম। আমি জনৈক কলাকুশলীর হাত দেখতে পেলাম, যার পরনের ল্যাব কোটের হাতা গুটানো আছে।

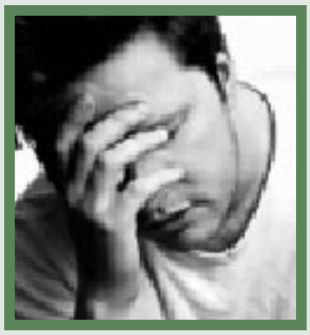

আরোগ্যের উদ্ধারচক্রের প্রথম পদক্ষেপ হল স্বীকারোক্তি

সেই হাত দিয়ে সে একটা বিষাক্ত সাপ ধরে আছে। আরও দেখলাম সে ঐ সাপের বিষ সিরামে পরিণত করল যেটা বিষ-নিরোধক।

প্রথমে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর সেই অস্পষ্ট চিত্রটি যখন আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি দেখলাম সেই হাতটা গ্রেসের হাত। সে ল্যাব-কোট পরিধান করে বিষ-নিরোধক সিরাম তৈরী করছে।

আমি যা দেখলাম, তাকে বললাম। আমি তাকে বললাম যে ঈশ্বর তাকে উদ্ধারকারীরূপে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক কারণ সে (বিষ-নিরোধক) দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম ও শক্তি লাভ করেছে, যার দ্বারা হেরোয়িন ও কোকেনে আসক্ত লোকেরা মুক্তি লাভ করতে পারবে। পরবর্তীকালে ঈশ্বর তাকে হেরোয়িনের আসক্তি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বর্তমানে সে ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার কার্যে সাহায্য করেছে। আর ২১ বৎসর যাবৎ সে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত আছে।

প্রমাণিত তথ্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও জনসেবা বিভাগ, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশে জরুরী ভিত্তিতে মাদক দ্রব্যের (কোকেন, হেরোয়িন, ও অন্যান্য ড্রাগের) দুর্ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য ১.৪ লক্ষ গৃহে সমীক্ষা চালিয়ে ছিল। তারা বলেন যে অত্যাধিক মাদক সেবনের ফলে ১০০,০০০ লক্ষেরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছে। (National Centre and Substance Abuse) ন্যাশন্‌ল সেন্টার এ্যণ্ড সাবসট্যানস অ্যাবিউজের প্রতিবেদন অনুসারে যে সব যুবক মদ্যপান করে, তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী কোকেন সেবন করে। তাছাড়া প্রায় ১৪ লক্ষ আমেরিকান মদ্যপান-জনিত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। ১৯৮৫ সালের পর থেকে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ড্রাগ, মদ্য ও তামাকের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে ১২ ধাপের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতি সপ্তাহে মদ্য পান করে। অন্যান্য মাদক বস্তুর ব্যবহার, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদের মধ্যে অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাদকাসক্তির চক্রাকার বৃত্ত

মাদকাসক্তির চক্রাকার বৃত্তের ব্যখ্যার জন্য http : // w.w.w. Drag Rehab.net. দেখুন।

প্রথম ঃ- অধিকাংশ মাদকাসক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা পরিকল্পনা আছে।

দ্বিতীয় ঃ- মাদকাসক্ত ব্যক্তির জীবনে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তা তাদের পক্ষে সমাধান করা কঠিন, ফলে নিবারক পন্থারূপে তারা নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করে।

তৃতীয় ঃ- ঔষধ ব্যবহার করলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির জীবনে কিছু কিছু অভাব মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঔষধের অপব্যবহারে সাধারণতঃ হতাশা, যন্ত্রণা, নানা সম্পর্ক, চাকরীক্ষেত্রে সমস্যা বা অন্যান্য বিষয় (যেমন স্থূলত্ব) প্রতিরোধ করতে না পারা, ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে।

চতুর্থ ঃ- ঔষধ যন্ত্রণা-নিরোধকের কাজ করে। এটি মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা হ্রাস করে। আর আসক্ত ব্যক্তির সমস্যা বিতাড়িত করতে সাহায্য করে। এইভাবে ঔষধে আসক্ত হলে পর নূতন সমস্যা দেখা দেয়। তখন আসক্ত ব্যক্তি মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পঞ্চম ঃ- ঔষধ আসক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যবহার — ভাবের আদান-প্রদানের অসুবিধা, চাকরীর ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি, শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি — এই সব দেখা যায়। মাদকাসক্তিই তার জীবনকে পরিচালিত করে এবং তার চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে। এই অবস্থায় ঔষধ্যে ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং তার শ্বাসরোধ করে দেয়।

ষষ্ঠ ঃ- ঔষধ মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা ঔষধ লাভে ও ব্যবহারে আবিষ্ট হয়ে যায়।

সপ্তম ঃ- আসক্ত ব্যক্তি মুক্তি চায়। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা, চিকিৎসকের পর চিকিৎসক, পূর্বের অবস্থার পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে একাকীত্ব, হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব সৃষ্টি করে। তারা মাদকদ্রব্যের দাস হয়ে যায়।

এটা কিভাবে ঘটে

আসক্তির ব্যবহার অতি সাধারণ। ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি অত্যাচারী হয়ে যায়। যে কোন মাদক বস্তুতেই তাদের আসক্তি জন্মায়। যখন সে মাদকাসক্ত হয়ে যায়, তার ব্যবহার তার জীবন, তার চিন্তা ও তার কার্য সকল নিয়ন্ত্রণ করে। যে কারণের হোক, এটা যখন ঘটে, তখন ঐ ব্যক্তি মাদক দ্রব্য গ্রহণ ক'রে একটু সুস্থবোধ করে। তার ব্যবহার মস্তিস্কের নিউরোন-গুচ্ছের মধ্য দিয়ে একটা নিরোপেক্ষ পথ করে নেয়। তার ব্যবহার যতই উদ্দীপকের দ্বারা শক্তিশালী হয়, ঐ পথ ততই গভীরতর হতে থাকে। তখন সেই ব্যবহার একটা অভ্যাসে পরিণত হয় — সে মাদকাসক্ত হয়ে যায়।

মাদকাসক্তি অবশ্যই পুনঃ পুন ঘুরে ফিরে আসে ও সেই ব্যক্তির চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত করে, এটা এমন এক আসক্তি যা জয় করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে অধিকাংশ চিকিৎসা ব্যবস্থায় আসক্তি জয়ের চেষ্টা না করে, আসক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

মাদকাসক্তির আদর্শ চিকিৎসা

যদি পরিচর্য্যাকারিগণ মাদকাসক্তির ব্যাখ্যার জন্য আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান, তাহলে উপরোক্ত আসক্তি চক্রের ৭ নং ধারাটি গ্রহণীয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে খুব কমই সাহায্য করা যায়। সব থেকে ভাল যে ব্যবস্থা পুরোহিত গ্রহণ করতে পারেন, সেটা হল আসক্ত ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা। অন্যদিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে আর নেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিশয় যুদ্ধ করে যায়।

বহু চিকিৎসক মনে করেন যে কলেজগুলিতে পরিচর্য্যাকারিদের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো হয় না। যদি সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মাদকাসক্তি একটা রোগ — আমি তার সঙ্গে একমত। পুরোহিত নয় কিন্তু চিকিৎসক রোগের চিকিৎসা করেন। যদি পুরোহিতগণ আদর্শ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে যে সব হাসপাতাল ও নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের রোগের চিকিৎসা করা হয়, তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, ঐ অঞ্চলের লোকদের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের একটা তালিকা প্রস্তুত করে, জানাতে হবে। অনামী মাদকাসক্ত ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি তখন বিষয়টি দেখতে এগিয়ে আসবে এবং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্ততঃ সেই শিক্ষাটুকু দেবে যে কিভাবে তারা তাদের মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মাদকাসক্তির বিষয়ে বাইবেলসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি

যদি পরিচর্য্যাকারিগণ আক্ষরিকভাবে বাইবেলের অর্থ গ্রহণ করেন, তহালে মাদকাসক্তি হল এক নেশা বা আসক্তি, যা মাংস থেকে উদ্দম হয়। সেগুলি আত্মিক সমস্যা যা তাদের শরীর থেকে প্রকাশিত হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মাদকাসক্তিকে বংশগত বা জিন-গত সমস্যা রূপে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ডি, এন, এ আক্রান্ত হয়। যদি পুরোহিতগণ এর সঙ্গে একমত হন, তারা স্বীকার করবেন যে মাদকাসক্তি একটা স্থায়ী রোগ — সেই ব্যক্তি সব সময়েই মাদকাসক্ত হয়ে থাকবে।

বাইবেলে, বাক্য, কিন্তু অন্য কথা বলে। মদ্যপান একটা পাপ এটা মাংসের কাজ (গালাতীয় ৫:২১)। পুরোহিতগণ অবশ্যই বাইবেলের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করবেন এবং মণ্ডলীতে এমন এক পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলবেন, যারা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পরিবর্তিত হতে সাহায্য করবে।

পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে (১ যোহন ১:৯)। যদি পুরোহিতগণ আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান, তাঁদের প্রথমে পাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদকাসক্তি মধুমেহ রোগের মতো নয়। পাপের বাইবেল সম্মত সংজ্ঞা অবজ্ঞা করে, মাদকাসক্তির আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের বিশ্বাস করতে আমরা জয়ী অপেক্ষাও বিজয়ী হতে পারি।

এ বিষয়ে চিন্তা করুন

নেশাগ্রস্ত মনোভাব আমেরিকানদের যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমরা এই অনোপযুক্ত ও অগ্রহণীয় ব্যবহারের অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করছি। যদি আমরা নিজেদের বুঝতে পারি যে মাদকাসক্তি আমাদের একটা জিনগত ত্রুটি, আমরা-পাপের একটা অজুহাত খুঁজে পাই। চিকিৎসকেরা যদি একই নিদান দেন, আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁর স্বাভাবিকতাই এই নিদানের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

কিন্তু যারা সম্পূর্ণভাবে মাদকাসক্ত, তাদের ক্ষেত্রে এটা রোগ নয়। এটা তাদের মাংসিক ভোজ এবং পুরোহিতদের সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষ জিনগতভাবেই যৌনসংগমে পূর্বাসক্ত। কিন্তু যখন একজন যৌন-সংগমে লিপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, সে তার পাপের জন্য মানবিক প্রকৃতিকে অজুহাতরূপে দেখতে পারে না। ঠিক একইভাবে মাদকসেবী ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না এবং তার মাদকাসক্তিকে সমাজ প্রচণ্ড রূপে অজুহাত দেখাতে পারে না। ঈশ্বর তাকে বললেন, "আমার নিকট থেকে দূর হও, পাপের কর্মী তুমি।"

একজন পুরোহিত কি করতে পারেন?

পুরোহিতগণ তীব্র মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবশ্যই বাইবেল সম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করবেন এবং মণ্ডলীতে খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত করবেন। বিশেষ একটি পরিকল্পনা-পরিবর্তিত ব্যবস্থা-শুধুমাত্র তীব্র মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরই সাহায্য করে না কিন্তু সাহায্যকারী দলরূপে সাধারণ সভ্যদেরও শিক্ষণপ্রাপ্ত করে তোলে।

যদি কোন পুরোহিত সেই প্রকার পরিবর্তনকারী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে না পারেন, তবে তিনি তাঁর পরিচর্য্যা বিভাগের সঙ্গে নিম্নের আদর্শ ব্যবস্থা যুক্ত করে, মাদকাসক্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি একটি ১২-ধারার কর্মপন্থা থেকে এই সাত ধারার এক বাইবেল-ভিত্তিক আদর্শ রচনা করেছিলাম। মণ্ডলী এই আদর্শটি ফলপ্রসূ করতে পারে। এরজন্য পুরোহিতকে বা তার কর্মীদের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম ধাপ ঃ- পাপ স্বীকার - আসক্ত ব্যক্তি স্বীকার করবে যে

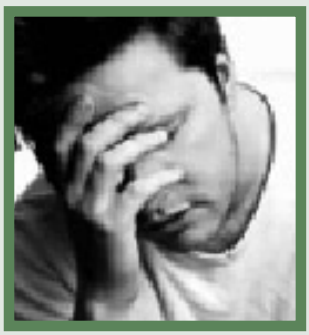

খ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বাস করেন যে বস্তুর অপব্যবহার ও মাদকাসক্তি একটি পাপ, কোনো রোগ নয়।

মাদকাসক্তির কাছে সে শক্তিহীন। এটা করে সে মাদক দ্রব্যের উপর তার দাবীসত্ত্ব গ্রহণ করে। দ্বিতীয় করিন্থীয় ১২:১০ পদে বলা হয়েছে — "কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই বলবান।" আরোগ্যের উদ্ধার চক্রের প্রথম পদক্ষেপ হল স্বীকারোক্তি। আমরা আহ্বান না করলে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন না — ১ যোহন ১:৯ পদে বলা হয়েছে ঃ "যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।"

দ্বিতীয় ধাপ ঃ- অসহায়তা অনুমোদন - পুরোহিতগণ আসক্ত ব্যক্তিকে বুঝতে ও বিশ্বাস করতে সাহায্য করবেন যে একমাত্র ঈশ্বরই নিরোপেক্ষ পথকে সঠিক পথে আনতে পারেন। অবশ্য ঈশ্বর চান যে - আমরা আমাদের অসহায়তা স্বীকার করব। তিনি আসক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় সুস্থ করতে পারেন কিন্তু আসক্ত ব্যক্তিকে স্বীকার করতে হবে যে সে নিজে তা পারে না। আমার অফিসে ঈশ্বর গ্রেসকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রথমে তার জীবনে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশকে স্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর প্রতি ও তাঁর সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। উদ্ধারকার্য যে কোন মুহূর্তে বা পদ্ধতি অনুসরণ করে ঘটতে পারে।

তৃতীয় ধাপ ঃ- সমর্থন ও ক্ষমা- আমাদের আসক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে যেন সে ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করে। বন্ধন মোচনের জন্য মানুষকে নিজের ইচ্ছা মুক্ত করতে হয়। সম্পূর্ণ ভাবে নেশা মুক্ত হতে, একমাত্র ঈশ্বরই সাহায্য করতে পারেন। তাঁকে বলুন তোমাকে ক্ষমা ও সাহায্য করতে। যীশু বলেছেন — "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," (মথি ১১:২৮, আরও দেখুন ১ যোহন ১:৯)।

চতুর্থ ধাপ ঃ- সৎ হও - একজন আসক্ত ব্যক্তি কখনও তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, যতক্ষণ না তার যা করা উচিত, সে সেটা করে। আমরা যদি পাপ স্বীকার করি, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন। পবিত্র আত্মাকে আপনার মন্দ ব্যবহার, ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রবেশ করতে বলুন এবং তারপর ঈশ্বর এ সকল বিষয়ে যা বলেছেন, সেগুলি করতে শুরু করুন। "আর এ যুগের অনুরূপ হইও না কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও।"(রোমীয় ১১:২) ওয়াইনি.ডাবলু.ডায়ার, "তোমার চিন্তাভাবনা পরিবর্তন কর, তোমার জীবন পরিবর্তন কর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি বাইবেলের নীতি কিন্তু কি পরিবর্তন করতে হবে, সেটা আসক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই জানতে হবে।

পঞ্চম ধাপ ঃ- ঈশ্বরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করুন - "কিছু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচ্ঞা কর না। যাচ্ঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না কারণ মন্দ ভাবে যাচ্ঞা করিতেছ," (যাকোব ৪:২, ৩)। মানুষের জন্য ঈশ্বরের বাসনা এই যে, তারা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। আমরা পাপের উপর জয়লাভের জন্য যখন ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করি, আমরা কোন ভুল করি না। মনে রাখবেন, খ্রীষ্টিয়ানেরা, বিশ্বাস করে যে বস্তুর অপব্যবহার ও মাদকাসক্তি একটা পাপ, কোনো রোগ নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে প্রতি দিন, প্রতি মিনিটে তার মাদকাসক্তি জয় করার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ ঃ- অবিরত ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে সেই বাক্যকে আমাদের জীবনের রক্ষকরূপে কেন আলিঙ্গন করি না? "কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক," (ইব্রীয় ৪:১২)। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, বাক্য ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশ করে, আমাদের যা জ্ঞাত হওয়া ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন, সেটাও প্রকাশ করে এবং মাদকাসক্তি পরিত্যাগ করে কিভাবে জীবন-যাপন করব, আমাদের প্রদর্শিত করে।

সপ্তম ধাপ ঃ- সাক্ষ্য দান ঃ কৃতজ্ঞ হবেন এবং অন্যদের কাছে সুসমাচার বহন করবেন। "তুমি বাটীতে তোমার আত্মীয়গণের নিকটে চলিয়া যাও এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর," (মার্ক ৫:১৯)। সাক্ষ্যদান দায়িত্ববোধ আনয়ন করে। জয়ী ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদান উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জীবন পরিবর্তনকারী ক্ষমতা ও তাঁর বাক্য বলার সুযোগ পায়। শলোমন বলেছেন ঃ "মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন," (হিতোপদেশ ১৮:২১)। জীবনের কথা বলুন।

উপসংহার ঃ

ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে আমরা পাপ ও আসক্তির-ব্যবস্থাপক হব না কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করে জয়ী জীবনযাপন করব। অধিকাংশ পুরোহিত এমন লোকেদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাদের জীবন-নিয়ন্ত্রণে নানা সমস্যা আছে। আমাদের ভূমিকা হল, তাদের আত্মিক নির্দেশ ও পরামর্শ দান করা যেন ঈশ্বর তাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে, অন্যদেরও জয়ী হতে সাহায্য করতে পারেন। আসুন, আমরা ফ্রেড বা ডঃ ফিলকে অনুসরণ করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য এক পাশে সরিয়ে না রাখি। বরং আমাদের তাঁর বাক্য পাঠ করতে হবে এবং ঈশ্বর যেন আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচর্য্যা ও কাজ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে যেন পূর্বে আমরা কোন ঈশ্বরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, সেই জ্ঞান ব্যবহার করতে পারি। ঈশ্বর যেন আমাদের ইতিহাস, যা প্রায়ই দুঃখজনক, পাপ ও আসক্তিতে আবদ্ধ, সেই ইতিহাস ব্যবহার করে অন্যদেরও তাঁর ক্ষমতা ও প্রেমের সুরক্ষা দান করতে পারেন। সবই তাঁর মহিমা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ■

'ল্যারি ই. হেজেলবেকার, পি-এইচ ডি, *এসেমব্লি অফ গডের পরিচালক ফ্লোরিডা-লেকল্যাণ্ডের এবং দক্ষিণ পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির অধ্যাপক এবং ব্যবহারিক ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি। তিনি হারবার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ড - এটি পরিচর্য্যাকারীদেরও তাদের পরিবারের পরিচর্য্যা করার জন্য একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।*

বিভিন্ন চরিত্র ঃ

ঈশ্বরের দানের সদ্ব্যবহার করা

প্রত্যেক মণ্ডলীতে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র থাকে, এবং প্রতিটি চরিত্রই সৃজনশীলরূপে ব্যবহৃত হওয়ার এক সুযোগ লাভ করে।

ক্লাইডি. ডাবলু সারভে কর্তৃক রচিত

আমি যখন বিভিন্ন চরিত্রের কথা বলছি, তখন আমি সেই সব লোকদের কথা বলছি যাদের পুরোহিতগণ সাধারণত এড়িয়ে চলেন। এইসব ব্যক্তির একটি মাত্র চারিত্রিক গুণ থাকে, যা তাদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তাদের আধিপত্য প্রকাশ করে।

কেন আমি প্রভু? একথা চিন্তা করার পরিবর্তে, আমাদের এইসব কর্মঠ ব্যক্তিকে সৃজনশীল পথে কাজে নিযুক্ত করতে হবে। একটা উদ্ধত চারিত্রিক ত্রুটির মধ্যে যে বিশেষ সামর্থ্য বা ফোটার অপেক্ষায় যে ফুলটি আছে, আমরা তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি?

সম্প্রতি আমি, ক্যালিফোরনিয়ার স্যাক্রমেণ্টো শহরের, ক্যালিফোরনিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের, সংযোজন বিভাগের অধ্যাপক, ভার্জিনিয়া কিড লিখিত, "প্রত্যেক সমাবেশেই বিভিন্ন চরিত্র থাকে — তাদের শ্বাসরুদ্ধ করোনা," শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছি।

যদিও এটি কোন মণ্ডলী ভিত্তিক প্রবন্ধ নয়, আমি ৩০ বৎসর যাবৎ মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে, এর কয়েকটি চরিত্রকে বিশেষভাবে চিনতে পেরেছি। আমি সমালোচক ক্রিশ, পার্টি জীবনের লুই ও একায়ত্তকারী মলিকে দেখতে পেয়েছি।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি দুটি চিন্তাধারা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছি ঃ ***আমি এইসব ব্যক্তিকে কিভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করব? আর এইসব চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে, আমি আমার মণ্ডলীতে সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করব?***

যখন আপনি আপনার মণ্ডলীর সভ্যগণকে নিয়ে একটা স্বপ্নের পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলতে চান, তখন একাধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সম্পূর্ণভাবে চমৎকার ব্যক্তিত্ত, আপনাদের কাজের মাঝে একগুঁয়ে, পুনরুক্তিকারী ও বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা যদি তখন ঐসব ব্যক্তির ভালগুণগুলি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কি হবে? আমরা কি বাধাবিঘ্নকে আশীর্বাদে পরিণত করতে পারব? আমাদের আরও উদারভাবে চিন্তা করা দরকার এবং এই চরিত্রগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে না দেখে, তাদের সক্রিয়শীল ভাবে দেখতে হবে।

কিরূপ ব্যবহার বিশেষ কার্যভার গ্রহণের উপযুক্ত

কেনেথ বেনি ও পল শিট্স লিখিত এক প্রতিবেদনের নাম — "দলীয় সমাবেশে কার্যের ভূমিকা।" এটি ১৯৪৮ সালের জার্নাল অফ সোশাল ইসুর ৪ নং থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখক "কার্যভূমিকাকে" ব্যবহার নকসার সঙ্গে একাত্ম করেছেন।

সূচনাকারী সমস্যা বর্ণনা করেন, ধারণা দেন ও সমাধানের প্রস্তাব পেশ করেন।

সংবাদ অন্বেষী সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চান ও অন্যদের অংশ গ্রহণ করতে বলেন এবং সত্য ঘটনার অন্বেষণ করেন।

উদ্যমী সদস্যদের কাজে উৎসাহী করেন।

অভিমুখী দলকে ঠিক পথে রাখেন এবং আলোচনার পথনির্দেশ করেন।

কর্মসচিব দলের আলোচনা পরিচালনা করেন এবং অতীত কাজ স্মরণ করেন।

আপনার ডিকন বোর্ড এই ধরনের কোন চরিত্রকে কি আপনি চিনতে পারেন?

বনি ও শিটস্ সমাবেশের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য সামাজিক কার্যাবলীও বিবেচনা করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রধান ভূমিকা চিহ্নিত করেছেন।

উৎসাহদাতা সমর্থন, প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ঐক্যদানকারী বিবাদ নিরসন ও আপোষ মীমাংসা করেন।

কমেডিয়ান মজার কথা বলে সভ্যদের আনন্দ দান করেন।

দ্বাররক্ষক প্রত্যেক জনকে কিছু অবদান প্রদানের সুযোগ দিয়ে ভাবের আদান প্রদানের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করেন। যে ব্যক্তি সমাবেশের দায়িত্বে থাকেন, তিনিই সাধারণতঃ এই ভূমিকাটি পালন করেন।

অনুচর অন্যদের মতামত গ্রহণ করেন ও দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

আপনার সঙ্গে এক সারিতে বসে আছেন, এদের মধ্যে কোন চরিত্রকে কি আপনি চিনতে পারছেন?

যে কোন জনসমাবেশে, যৌথ মঙ্গল অপেক্ষা কয়েক জন ব্যক্তির ক্ষমতার উপর হয়তো অধিক আলোকপাত করা হয়। এই সব ব্যক্তিকে সবার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেবার পথ খুঁজে বার করতে হবে, যেন তারা সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসেন।

যে ব্যক্তিকে সবকিছুর নথিপত্র গুছিয়ে রাখতে হয়, তাকে কি গুরুত্বপূর্ণ সভার নথিপত্র, সুসমাচার প্রচারের ফলাফল সম্পর্কীয় নথি বা মিশনারীদের কাছে সংবাদ পত্র প্রেরণ বা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া যায়?

কোন উৎসাহদাতা ও কমেডিয়ান কি অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান হতে পারেন? সম্ভাষক হতে ও সামাজিক কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন?

আবার কোন সংবাদ অন্বেষী কি মণ্ডলীর কোন বিষয়ে গবেষণা, উপদেশের প্রেক্ষাপট সংবাদ বা ভবিষ্যতে জনমণ্ডলীকে নিয়ে কোন পরিচর্য্যা বিভাগ গড়তে পারে?

জটিল ব্যক্তিদের পরিচালনা

আজকের দিনে মণ্ডলীতে কোন কোন চরিত্র অতি সক্রিয়, আর কয়েকজন নিষ্ক্রিয়। আসুন আমি আপনাদের আমার পরিচিত কয়েকজনের কথা বলি।

একায়ত্তকারী মলি এমন একজন যে অন্যকে কখনও কথা বলতে দেয় না। এটা বোঝা কঠিন যে তার বলা নানা কথার মাঝে সে কিছু কিছু দরকারী প্রস্তাবও দেয়। তখন আমি যতটা সম্ভব মলির খুব কাছে বসতে শুরু করলাম, শুধুমাত্র এইজন্য যে তার সঙ্গে যেন আমার চোখাচোখি না হয়, যার ফলে সে কথা বলা থেকে নিরস্ত হয়। সে যখনই কথা বলতে শুরু করে, আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি — "এটা একটা আকর্ষণীয় বিষয়, দেখি অন্যেরা এ বিষয়ে কি বলছে।" "তুমি অন্যদের বলার ইঙ্গিত দিতে পার।" "আমি তাদের মতামত শুনতে চাই, যারা এখনও তাদের মত প্রকাশ করার সুযোগ পাই নি।" এসব কার্যকরী না হলে, আমি তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলি বা তাকে অন্যদের কথা বলতে সাহায্য দান করতে বলি।

নীরব সদস্যা স্যালি খুব লক্ষণীয় নয় কিন্তু সে নানা উত্তম ধারণা সমৃদ্ধ। সমস্যা হল, সে কিভাবে তাপ্রদান করবে? দুভাবে সে এটা করতে পারে। প্রথমতঃ নিরাপত্তা অনুভবের পূর্বে তাকে লোকদের বুঝতে হবে। তাদের সঙ্গে মোটা মুটি বন্ধুত্ব গড়ে তোলার পর, সে আরও সহজভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সবার থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে আমি তার সৎ ভাবনাচিন্তা জানতে চাইতাম। যদি আপনার জনমণ্ডলীতে সালির মতো কেউ ভাব প্রকাশ করতে শুরু করে, তার কথা শুনুন এবং তার যোগদানকে সমর্থন করুন।

প্রত্যাহারী উইনডেল একজন উদাসীন ব্যক্তি এবং সে প্রায়ই মনে করে যে সে অপ্রয়োজনীয়। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার প্রয়োজন। আমি বুঝি যে সে হয়তো ঐ কার্যভার সম্পূর্ণ করতে পারবে না কিন্তু এই দায়িত্ব তাকে সবার সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার একটা ধারণা দেবে। শ্রেণীতে উপস্থিতি নেওয়া, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা, ছোটখাটো কমিটিতে কাজ করা প্রভৃতি তাকে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে সাহায্য করবে।

পার্টির জীবনশক্তি লুই উত্তেজনা প্রশমিত করে, কিন্তু প্রশংসার প্রতি তার তীব্র আকাঙ্খা অনেক সময় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তার উত্তম হাস্যরস দলের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য একথা বুঝে, আমি সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে গেলাম। আমরা গোপনে একমত হলাম যে, তার হাস্যরসে তীব্রতা একটু কমাতে হবে। সেই সঙ্গে তার সেই উচ্চকিত আচরণের সুযোগ নিয়ে আমি তাকে পুরুষদের পরিচর্য্যা বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত করলাম এবং তার উপর মণ্ডলীর পিকনিকের সমস্ত কাজের ভার দিলাম।

সমালোচক ক্রিশ অন্যের মতামতকে আক্রমণ করে তথাপি সে আমাদের মণ্ডলীর কোন প্রতিবন্ধক নয়। যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে ক্রিশ ব্যাখ্যাকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক প্রধান উপাদান হতে পারে। ভিন্ন মতাবলম্বীর উপস্থিতিতে ফলাফল দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। জনমণ্ডলীর সকলেই যদি সব বিষয়ে একই মত পোষণ করে, তাহলে সব থেকে উত্তম রূপে তত্ত্বধান কার্যে পরিচালিত হবে, একথা বলা যায় না। অনেক সময় সমালোচনা আপনাকে একটু সময় নিয়ে, সব কিছু আর একবার বিবেচনা করার সুযোগ দেবে।

তার্কিক এ্যাণ্ডি সমালোচনা করে না কিন্তু সব বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করে। সে যেন সব সময় কিছু করতে চায়। সে আপাতভাবে তর্ক করে, তার প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চায়। আমি হাসির ছলেই তার প্রয়োজনীয় যুক্তিগুলো বেছে নিই কারণ মনে রাখবেন অনেক সময় যুক্তি একটা দলকে ঠিক পথে পরিচালিত করে। যদি তর্কাতর্কি হাতের বাইরে চলে যায়, আমি তখন বিশ্বস্ত এক তৃতীয় ব্যক্তিকে এ্যাণ্ডির সঙ্গে কথা বলিয়ে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করি।

ঈশ্বর যে সব নানা চরিত্রের মানুষের ভার আমাদের উপরে দিয়েছেন, মণ্ডলী তাদের অবশ্যই সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করবে। আসুন আমরা কয়লার টুকরোর মধ্যে হীরে, সমস্যার মধ্যে সম্ভাবনা এবং কুঁড়িকে ফুলে প্রস্ফুটিত করার পথ খুঁজে বার করি।

সংঘর্ষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং সমস্যাসৃষ্টিকারী লোকদের নিপুনতার সঙ্গে পরিচালিত করে, একজন পুরোহিত সভাসভ্যদের ত্রুটিযুক্ত চরিত্রের চোখ-ঝল্‌সানো আলোর মধ্যে তার প্রতিভার জগতকে উন্মুক্ত করতে পারেন। আর তারপর যখন আমরা মণ্ডলীর কাছে এগিয়ে যাব, আমরা এ্যাণ্ডি, স্যালি ও উইনডেলদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রেত আশীর্বাদ দেখতে পাব। ■

ক্লাইডি. ডাব্‌লু হারভে, *উইস্‌কন্‌সিন, সুপিরিয়রের সেন্ট্রাল অ্যাসেম্‌বলি অফ গডের, সাধারণের পরিচর্য্যা বিভাগের সর্বোচ্চ পরিচালক।*

কিভাবে আপনি

মণ্ডলীকে

ভালবাসবেন

নিল. বি. ওয়াইসম্যান কর্তৃক রচিত

একটা গান আছে — "ঘোড়া ও গাড়ীর মতো বিবাহ ও প্রেম একসঙ্গে থাকে"। কিন্তু এই গান রচনার বহু যুগ পূর্বে প্রেরিত পৌল বিবাহ ও প্রেম সম্পর্কে এমন এক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যার সুরমাধুর্য্যের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না। উভয় সঙ্গীতেই একই কথা বলা হয়েছে — বিবাহ ও প্রেম অবিচ্ছেদ্য।

অবশ্য, প্রেরিত তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় যুক্ত করেছেন। ইফিষীয় ৫:২২-৩৩ এই ক্ষুদ্র ১১টি সমুন্নত, যদিও কঠিন অনুচ্ছেদে, পৌল একটি শুদ্ধ, পবিত্র উজ্জ্বল মণ্ডলীর বিষয় আলোচনা করেছেন, যে মণ্ডলীর মস্তক খ্রীষ্ট;যে মণ্ড লীতে স্বামীদেরও স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্য ও ভালবাসা আছে। তারপর এই ধারণাটি যেন তারপক্ষেও খুব চমকপ্রদ, তাই তিনি একটি বাক্য লিখেছেন, "এই নিগূঢ় তত্ত্ব মহৎ এবং আমি এটা অনুধাবনের ভান করি না" (***দা মেসেজ,*** ইফিষীয় ৫:৩২)।

এই "নিগূঢ় তত্ত্ব"টি বলতে **বিবাহ** বা **মণ্ডলী,** কোনটিকে নির্দেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একমত হতে পারেন নি। আমার মনে হয় উভয়ই। প্রত্যেক সুখী বিবাহিত দম্পতি জানে যে বিবাহ একটা অলৌকিক, নিগূঢ় ও পরিতৃপ্ত সংযোগ — সবই তাদের এক করে দেয়। একজন নারী ও একজন পুরুষ, যারা শারীরিক, মানসিক ও পৃথক হরমোনযুক্ত, তারা কিভাবে একসঙ্গে একটা সুখী জীবন গড়ে তুলতে পারে, কে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারে? পৌল ঠিকই বলেছেন — এ এক মহৎ নিগূঢ় তত্ত্ব।

যখন একজন শাস্ত্রের এই অংশটি পাঠ করেন এবং এর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন, তিনি বোঝেন যে এখানে কিভাবে একজন পরিচর্য্যাকারী তাঁর জনমণ্ডলীর সঙ্গে সুখী ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, সে কথাও বলা হয়েছে।

আমদের জন্য ও তাঁর মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের ভালবাসা, পৌল কিভাবে বর্ণনা করেছেন, মন দিয়ে শুনুন। "খ্রীষ্টের ভালবাসা মণ্ড লীকে সুস্থ করে। তাঁর বাক্য তাকে সুষমামণ্ডি ত করে। তিনি যা কিছু করেন ও বলেন, সবই তার মঙ্গলের জন্য করেন এবং তাকে উজ্জ্বল, সাদা, সিল্ক ভূষিত করেন, যার থেকে পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়" (ইফিষীয় ৫:২৬, ২৭ — ***দা মেসেজ***)

খ্রীষ্টের প্রেমের সঙ্গে আমাদের প্রেমের তুলনা হয় না, তথাপি তিনিই আমাদের আদর্শ। আমাদের কার্যভার আরও কঠিন হয় কারণ কোন কোন মণ্ডলীকে অপর মণ্ডলী থেকে বেশী ভালবাসতে হয়। আর এ কথা পুরোহিতদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভালবাসার বন্ধন- পরিচর্য্যার জন্য অত্যাবশক

সহজ বা কঠিন, যাই হোক না কেন, পুরোহিত ও লোকেদের মধ্যে একটা ভালবাসার বন্ধন গড়ে তুলতে হবে কারণ একটি মণ্ডলীর কার্যকারীতা পরিচর্য্যাকারী ও জনমণ্ডলীর সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

পুরোহিত ও জনমণ্ডলীর মধ্যে এই দ্বি-পাক্ষিক ভালবাসার সম্পর্কই, মণ্ডলীর একমাত্র প্রধান বিষয় নয়, যদিও এর অভাবে অনেক কিছু ঘটতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে বহু জনমণ্ডলীতে ভালবাসার বিষয়টি প্রায় অবিদ্যমান।

জনমণ্ডলীর সঙ্গে আপনার প্রেমের বন্ধ ন নিবিড় করার জন্য এবং আপনাকেও তারা যেন আরও বেশী প্রেম করতে পারে, সে জন্য, এখানে কয়েকটি পথ নির্দেশ করা হল।

এখনই শুরু করুন - এটা কি ভালবাসা হতে পারে?

যখন কোন ভাবী পুরোহিতের কাছে, কোন মণ্ডলী থেকে প্রথম আহ্বান উপস্থিত হয়, তখন সেটাই সেই পুরোহিতের জিজ্ঞাসা করার সময় যে — এবার অপূর্ব কিছু কি ঘটতে যাচ্ছে? ঈশ্বর কি আমাদের একত্রিত করছেন? আমি কি এখানকার উপযুক্ত? এটাই কি আমার প্রথম প্রেম? রসায়নটা কি ঠিক আছে?

বিবাহের ন্যায় উত্তরগুলি একান্তভাবে ব্যক্তিগত হবে। যে কোন বিবাহিত দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করুন, কিভাবে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তারা প্রেমে পড়েছিল। কাহিনিটি

হয়তো অতুলনীয় হবে এবং অনেক সময় হাসির উদ্রেক করবে। এমন কি ৫০ বৎসর পূর্বে যাদের বিবাহ হয়েছে, তারাও হয়তো নব্য যুবক-যুবতীদের মতো খিল্ খিল্ করে হেসে উঠবে। তাদের কাহিনী শোনার পর,

> আপনার লোকদের বলুন, তাদের পুরোহিত হওয়া আপনার পক্ষে কত বড় সুযোগ।

হয়তো মনে হবে, তাদের সম্পর্কের উপাদানগুলি স্থায়ী বিবাহ বন্ধনের জন্য হয়তো ততটা শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিকভাবে এটাই তারা গড়ে তুলেছে। বাইরের একজন এটা কিভাবে দেখছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঠিক একইভাবে, সম্পর্ক স্থাপনের শুরুতে, পুরোহিত ও জনমণ্ডলীর মধ্যে একটা শক্ত, স্নেহশীল, আবেগ-আত্মিকজনিত রসায়ন প্রয়োজন হয়। বিবাহের ন্যায় এর উপাদানগুলিও অতুলনীয় হবে। কিন্তু একজন ভাবী পুরোহিতকে অবশ্যই এক প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও বহাল রাখতে হবে, তা না হলে নূতন কার্যভার গ্রহণের কোন অর্থই থাকবে না।

বলুন, "আমি তোমাকে ভালবাসি"

আপনার লোকদের বলুন, তাদের পুরোহিত হওয়া আপনার পক্ষে কত বড় সুযোগ। আমি জনৈক পুরোহিতের কথা শুনেছিলাম, তিনি সর্বদা তাঁর পূর্বের কার্যস্থলের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা প্রায়ই বলতেন। একজন মনঃক্ষুন্ন সদস্য একদিন বলেছিলেন, "এখান থেকে চলে যাবার পর, উনি হয়তো আমাদের ভালবাসবেন।" আর এর উহ্য অর্থ হল, "হয়তো শীঘ্রই তিনি চলে যাবেন।"

আর ভাল একটা উপায় আছে। কথা বলুন। তারপর লক্ষ্য করুন, তাদের ভালবেসে কতটা সুফল পাচ্ছেন। ভালবাসার প্রতিটি শব্দ, কাউকে না কাউকে যীশুর প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ভালবাসার প্রতিটি শব্দ বুমেরাং-এর কাজ করবে, জনমণ্ডলীর কেউ না কেউ সেই ভালবাসা পুরোহিতকে প্রত্যার্পন করবে। আর ভালবাসার প্রতিটি শব্দ সেই জনের হৃদয় গড়ে তুলবে, যিনি এর উৎস।

গৃহে ও অধ্যয়ন কালে অভ্যাস করুন, যেন দ্বিধাহীন ভাবে আপনি বলতে পারেন — "আমি তোমাকে প্রভুর প্রেমে, প্রেম করি।"

আপনাকে ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ দিন

কোন কোন পুরোহিত সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকেন যে, শহরে, মণ্ডলী তাঁকে যেরূপ ভালবাসে, বর্তমান জনমণ্ডলী তাঁকে সেরূপ ভালবাসছেনা। দুটি বাগ্‌দান অঙ্গুরীর তুলনার ন্যায় এইরূপ মনোভাব মুর্খতার নামান্তর। সব থেকে কম মূল্যবানটি হয়তো ভক্তি ও ভালবাসার উত্তম নিদর্শন হতে পারে।

অনেকে আবার মনে করেন, জনগণের উচিত তাঁকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া। মধ্য জীবনে, বা তার পরে, কোন কোন পুরোহিত মনে করেন তাঁরা "তাঁদের প্রাপ্য দিয়েছেন এবং মণ্ডলীর উচিত এতদিনের সেবা কার্যের জন্য তাঁদের কিছু প্রদান করা। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা, এটি ক্রুশে যে স্বার্থত্যাগ, বাধ্যতা ও আত্ম-মৃত্যু শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আপনি বাস্তবিক কত ধনী চিন্তা করুন — রাজার সন্তান, রাজার প্রজাদের সেবা করছেন। আমরা তাঁরই বেদী থেকে প্রচার করি এবং তারই কার্য্যালয়ে কাজ করি। আমরা প্রতিদিন তাঁর প্রজাদের মধ্যে রাজার প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা তাঁর জন্য কথা বলি ও তাঁর মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করি। কিন্তু বুদ্ধিমানের ন্যায় মনে রাখতে হবে, আমরা রাজা নই। রাজা কখনই চান না যে আমাদের মধ্যে কোন একজনকে উন্নত বা প্রশ্রয় দেওয়া হোক।

সম্মানের যোগ্য হবেন

প্রত্যেক পুরোহিতই জানেন যে, বাইবেলে ঈশ্বরের প্রজাদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা তাদের আত্মিক নেতাদের সম্মান প্রদর্শন করেন। পৌল তাঁর দুটি পত্রে এই সম্মানের কথা উল্লেখ করেছেন। থিষলনীকীয়দের প্রতি পত্রে তিনি বলেছেন ঃ- "হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি, যাহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও প্রভুতে তোমাদের মধ্যে নিযুক্ত আছেন এবং তোমাদিগকে চেতনা দেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া লও, আর তাহাদের কর্ম প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রেম অতিশয় সমাদর করে," — (থিষলনীকীয় ৫:১২, ১৩ ***দা মেসেজ***)।

পুনরায় পৌল সমাদর, এমন কি দ্বিগুণ সমাদরের কথা বলেছেন — "যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য - গণিত হউন," (১ তীমথিয় ৫:১৭)।

'Pastors of Greater Risk' গ্রন্থে এইচ. বি. লণ্ডন ও আমি একটি কাহিনীতে বলেছি যে, জনৈক সাধারণ নেতা, যে মণ্ডলীর সেবা করতেন, সেখানে তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকারে তাঁদের নূতন পুরোহিতকে সমাদার, এমন কি দ্বিগুণ সমাদর প্রদান করতেন। কিন্তু তারপর তিনি মণ্ডলীর যে সব পরামর্শদাতা একজন নূতন পুরোহিতের সন্ধান করছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করছেন — "আপনারা কেউ কি, সমাদর স্পর্শকীয় বাইবেলের অনুচ্ছেদটির দুটি-দিক পুরোহিতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন?"

সেই সাধারণ সভ্য সঠিক ছিলেন। ঐ অনুচ্ছেদে পুরোহিতের দিকের সমাদর হল, পরিশ্রম সহকারে মণ্ডলী পরিচালনা করা, ঈশ্বরের প্রজাদের সতর্ক করে দেওয়া। তারাই দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য তারা শিক্ষাদান ও প্রচার কার্য করেন।

দিনের পর দিন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সার্বভৌম প্রভু কর্তৃক পরিচর্য্যা কাজের জন্য মনোনীত হয়ে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয় থাকে, তা ক্রমশঃ স্থিমিত হয়ে আসে। ভালভাবে পরিচর্য্যা করার জন্য এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দায়দায়িত্ব বোধ নূতন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তারপর আমাদের পৌরহিত্য কাজের জন্য শেষ হিসাবনিকাশের

আরও গভীর ধারণা, আমাদের দীর্ঘকালীন চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবে।

মানুষকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসবেন

মানুষকে অনুগ্রহের স্মারকরূপে লালন করুন। নূতন নিয়মের মণ্ডলীর মূল বৈশিষ্ট্য হল, প্রেম, যা লোকদের ভগ্ন সম্পর্ককে সুস্থ করে এবং ভুল বোঝাবুঝির ক্ষতিকর উপাদান দ্রবীভূত করে দেয়। ঐকান্তিক ক্ষমাশীলতা পোষণ করুন, প্রকৃত সহভাগিতায় উৎসাহিত করুন এবং ফলপ্রসূ সাক্ষ্যদানে উদ্বুদ্ধ করুন।

ঈশ্বর কোন সম্প্রদায়ের জন্য, কোন ঈশতাত্ত্বিক পদ্ধতি, সামাজিক কাজ বা পুরোহিতদের জন্য নয়, কিন্তু মানুষের জন্য মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাসনা এই যে লোকদের জয় করবে, উন্নত করবে এবং জগতে সেবার কার্যের অর্ন্তভুক্ত করবে।

জনৈক প্রবীণ পুরোহিত বলেছিলেন, "মেষদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মেষপালকের জীবন জটিল করে দেওয়া। কিভাবে তারা সেটা করবে, কেউ তাদের শিখিয়ে দেয় না।" যদি লোকদের ভালবাসার জন্য আমরা অপেক্ষা করি, যতক্ষণ না তারা আমাদের মনোমতো হয়, আমাদের হয়তো অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমাদের কাজ হল, তাদের এমনভাবে ভালবাসা, যখন তারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন গুণে বিশ্বাস করে।

লোকেদের বৈচিত্র্যে আশ্চর্য হবেন না। তাদের মধ্যে অনেকে উদারমনা, অনেকে কলহপ্রিয়, অনেকে ভদ্র, অন্যেরা নির্বোধ, অনেকে বিস্ময়কর, অন্যেরা অদ্ভুত; অনেকে সংবেদনশীলন, অন্যেরা স্বার্থপর আবার অনেকে নির্ভরযোগ্য, অনেকে অকর্মণ্য, আবার অনেকে কৃতজ্ঞ চিত্ত, অন্যেরা অত্যন্ত অভিমানী। তাদের সকলেরই একজন মেষপালক প্রয়োজন, যিনি তাদের যথেষ্ট ভালবেসে, ঈশ্বরের গৃহের পথ দেখাবেন।

সি.এস.লুই, বৈচিত্র্যের ইতিবাচক সম্ভাবনার দিকটি দেখিয়ে বলেছেন ঃ "কেননা মণ্ডলী, লোকদের স্বাভাবিক আসক্তি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ কোন মানবিক সমাজ নয় কিন্তু এটি খ্রীষ্টের দেহ। যে দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখনই পৃথক হোক, এক সাধারণ জীবনের অংশ, যারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব দিয়ে পরস্পরকে পূরণ ও সাহায্য করে।

লোকদের জন্যই মণ্ডলী বর্তমান। তাদের বিশ্বাস করুন, তাদের যত্ন করুন, তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আবিষ্কারে সাহায্য করুন।

সারা জীবন পূর্বরাগ বজায় রাখুন

আমাদের শহরে রবিবারের সংবাদ পত্রে এই কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল। ৮০ বৎসরেরও অধিক বয়সের জনৈক ব্যক্তিকে তার ৬৭ তম বিবাহ বার্ষিকীতে প্রশ্ন করা হয়েছিল — "যুবক স্বামীদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দেবেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি প্রথমেই তার হৃদয় জয় করার জন্য করেছিলে, আজও সেই একই কাজ করে যাবে।"

বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের দেখিয়ে দিন, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দান স্বরূপ ভালবাসা লাভ করি এবং তারপর সেই ভালবাসা চারপাশের সবার মধ্যে বিলিয়ে দিই।

আপনার মণ্ডলীতে এইরূপ এক ভালবাসার পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যা বাইবেলের এই চ্যালেঞ্জকে পূর্ণতা দেবে। "দেখ খ্রীষ্ট আমাদের কেমন প্রেম করিলেন, তাঁর ভালবাসা সাবধানী নয় কিন্তু প্রচুর। তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণের জন্য আমাদের ভালবাসেন নি কিন্তু তিনি নিজের সব কিছু আমাদের প্রদান করেছিলেন। ভালবাসা এইরূপ" — (ইফিষীয় ৫:২, ***দা মেসেজ***)

একজন সম্পূর্ণ মানুষ হবেন

চরিত্রের দাম আছে। ব্যক্তিগত ভদ্রতা আশা করা হয়। কাজের পূর্বেই এগিয়ে আসা এবং চরিত্র ব্যবহারের প্রস্রবন। অধিকাংশ

সহজ বা কঠিন, যাই হোক না কেন, পুরোহিত ও লোকেদের মধ্যে একটা ভালবাসার বন্ধন গড়ে তুলতে হবে কারণ একটি মণ্ডলীর কার্যকারীতা পরিচর্য্যাকারী ও জনমণ্ডলীর সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

মণ্ডলীর জন্য পুরোহিতের ভালবাসার ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয়।

কিন্তু ভালবাসার আবেগ যদি বশীভূত হয়ে যায়, তখন কি হবে? অ্যান ল্যানডার তার পাঠকদের উপদেশ দিয়েছেন ঃ "ভালবাসার কাজ করে যাও, আবেগ অবশ্যই দেখা দেবে।"

ভালবাসা প্রচার কর

বাইবেল তুলে নাও এবং ভালবাসার পদগুলি পাঠ করে, আত্মাকে খাদ্য দেন। লোকদের বারংবার শিক্ষা দিন যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা

জনমণ্ডলী, যদি তাদের একজন নিপূন পুরোহিত ও একজন পবিত্র পুরোহিতের মধ্যে একজনকে পছন্দ করতে হয়, তারা পবিত্র ব্যক্তিকেই মনোনয়ন করবে।

আজকের দিনের এই নজীর-বিহীন অপকার্য ও বিবাহ-বিচ্ছেদের যুগে আঘাত-প্রাপ্ত, বিহ্বল, বিশৃঙ্খল মানুষের কাছে মণ্ডলী, অনেকসময় তার শেষ আশ্রয়। আর তাদের জন্য এ আশ্রয় কত না আনন্দের। এর ফলে অনেকে খ্রীষ্টে একটা সম্পূর্ণ নূতন জীবন লাভ করে, যে রূপান্তরিত জীবন সব কিছু নূতন করে শুরু করে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অনেকের দু একটা সমস্যাও থাকতে পারে — একটা অভ্যাস, একটা ক্ষত, মৃদু আঘাত বা একটা গোপন পাপ। আপনি যদি এই

দলে থাকেন, ভগ্ন স্থানগুলি মেরামতের চেষ্টা করুন এবং আঘাতগুলি সুস্থ করে তুলুন।

দ্বিতীয়তঃ ভগ্নদশা নিরাময়ের জন্য আমাদের সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। যে পুরোহিত মানুষের শক্তিতে

পরিচর্য্যা করার চেষ্টা করেন, তার পক্ষে একজন আইনজীবী, বাস্তুকার বা চিকিৎসক অপেক্ষা অধিক দেওয়ার নেই। আমাদের জীবনের এই অতিরিক্ত কিছু — অনুগ্রহ, উপস্থিতি ও ঈশ্বরের শক্তি — এগুলিই আমাদের বিজয়ী ও ফলপ্রসূ করে এবং লোকদের এটা নিশ্চিতভাবে বুঝায় যে আমরা যা প্রচার করছি তা প্রমাণিত ও সত্য।

নিম্নলিখিত এই শক্তিশালী অনুচ্ছেদে, প্রেরিত পৌল সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন — "বিশ্বাসীদের তোমার জীবন দিয়ে শিক্ষাদান কর ঃ বাক্য দ্বারা, আচরণ দ্বারা, প্রেম দ্বারা, বিশ্বাস দ্বারা ও পূর্ণতা দ্বার। পরামর্শ ও শিক্ষাদানের জন্য তোমার পাঠে নিমগ্ন থাকো" — (১ তীমথিয় ৪:১২, ১৩, ***দা মেসেজ***)।

আপনার মণ্ডলীকে একটি অনুগ্রহ করুন - নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন ঃ

আপনি কি চিন্তাভাবনা করছেন? আপনার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া কিরূপ? আপনার জীবনের চালিকাশক্তি কি? আপনার কি কি অভিপ্রায় আছে?

অন্যদের জানার জন্য আত্ম-সমীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মনকে প্রশ্ন করুন, **"কেন আমি এটা করলাম?"** সভায় সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে নিজেকে জোর করুন। কিভাবে আপনি অর্থ ব্যয় করবেন, বুঝে দেখুন। এগুলি আপনার চরিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ করবে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার প্রশাসনিক ক্ষমতা কি আপনি নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার ক'রে, তারপর সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে সমর্থন করার চেষ্টা করবেন?

আপনার আহ্বানকে একটি ঐশ্বরিক কার্য্যভাররূপে বিবেচনা করুন

প্রেরিত পৌল তাঁর কার্যসকলকে ঈশ্বর প্রদত্ত কার্যভার বলে মনে করতেন। উদাহরণ স্বরূপ গালাতীয় মণ্ডলীকে লেখা তাঁর পত্রে তিনি বলেছেন ঃ "কিন্তু যিনি আমাকে মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্রও রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না।" (গালাতীয় ১:১৫, ১৬ — রাজা জেমস্ সংস্করণ)।

কি অপূর্ব স্বীকারোক্তি। প্রেরিতকে আহ্বানের উপাদানগুলি দেখুন ঃ- তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁকে পরিচর্য্যা কাজের জন্য পৃথক করা হয়েছিল, অনুগ্রহে আহ্বান করা হয়েছিল, যীশু তাঁর জীবনে ও পরিচর্য্যায় প্রকাশিত হয়েছিলেন, এইজন্য বিশ্বাস ও আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং তাঁকে পরজাতিদের কাছে — সম্ভবতঃ যিহূদীদের কাছে প্রচার করার জন্য ঐশ্বরিক আহ্বান করা হয়েছিল।

ঐশ্বরিক আহ্বান পরিচর্য্যার পেশী, শক্তি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে দেয়। এটি তারমধ্যে এক সেবামূলক মনোভাব ও পবিত্র সামর্থ্যের অবগতি গড়ে তোলে, যেন ঈশ্বরের লোক, তাঁর চিন্তার অতীত কাজ সম্পাদন করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এইরূপ আহ্বান লাভ করলে পর প্রচার, ধৈর্য্যশীলতা এবং প্রভু যাদের ভালবাসেন, তাদের প্রত্যেককে ভালবাসার শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করা যায়।

পরিচর্য্যাকে জীবনের পথরূপে উপভোগ করুন

যদিও পরিচর্য্যা একটি বৃত্তি ও আহ্বান উভয়ই, তথাপি এর অপরিহার্য উপাদান হল, মানবজাতির মহামুক্তি। পিতামাতা কর্তৃক লালন-পালনের ন্যায় পরিচর্য্যা কাজও দিনভোর-বৎসরের পর বৎসর চলতে থাকে। পরিচর্য্যার এই বাস্তবরূপ আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় বা বাধা দিয়ে দূর করাও যায় কিন্তু এটি এক বাস্তব ঘটনা।

নিঃসঙ্গ বৃত্তিধারী হতে অস্বীকার করুন

কখনও কখনও পুরোহিতদের এই কথা বিশ্বাস করতে বলা হয় যে, তারা পৃথকভাবে বৃত্তিধারীরূপে কাজ করবেন। আমাকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ধারণাটি হল, সবার সঙ্গে একটা আপাত সম্পর্ক গড়ে তুলবেন এবং কাউকে আপনার খুব কাজে আসতে দেবেন না। এই উপদেশের যুক্তি হল, যদি কেউ আপনার খুবই কাছে থাকে, অন্যেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবে। যদি লোকেরা আপনার খুবই কাছে আসে, তাহলে বিদায়কালে আপনার মন দুঃখিত হবে।

এই বিতর্ক হাস্যাস্পদ তাই না?

আমার প্রথম পৌরহিত্যের শেষ দিনগুলিতে, আমি এরূপ নিঃসঙ্গতার প্রথাই অনুসরণ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম — "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এক নূতন কার্যভার নিয়ে চলে যাচ্ছি। এর অর্থ কোন পত্র, কোন অভিনন্দন কার্ড ও কোন ফোন, যে কোন দিক থেকেই হোক, প্রেরণ বা গ্রহণ করার দরকার নেই।"

মণ্ডলীর জনৈক বৃদ্ধা আসার কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। নূতন কার্যভার গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই, আমাদের প্রথম সন্তান, জন্মগ্রহণ করেছিল। তার জন্মের দু সপ্তাহের মধ্যে, আমাদের শিশুটি পূর্ব মণ্ডলীর ঐ বৃদ্ধার কাছ থেকে একটি পত্র পেল। অন্যান্য কথার সঙ্গে ঐ পত্রে এটাও লেখা ছিল — "তোমার পিতা বলেছিলে, আমরা যেন তাঁকে কোন পত্র প্রেরণ না করি, সেইজন্য আমি তোমাকে এই পত্র লিখলাম। দয়া করে তোমার মাবাবাকে বলবে যে আমরা তাদের ভালবাসি এবং সব সময় ভালবাসবো।"

তাহলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কি পরিচর্য্যা কাজে নৈরাশ্যের মূলে নিহিত থাকে? আমরা কি সন্দেহ, গোপনীয়তা ও আত্মব্যক্তিত্ব নিয়েই, ভালবাসা, সহভাগিতা ও সমাজবদ্ধতার কথা বলি?

আপনার কার্যভারের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করুন

ঈশ্বর যখন আপনাকে কোন স্থানে প্রেরন করেন, তিনি সেই স্থানটির বিষয় জানেন এবং তিনি আপনার সামর্থ্য, পটভূমি ও গুণাগুণও জানেন। যখন মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাকে কোন স্থানের কার্যভার দেওয়া হয়, তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, সেই স্থানে আপনি কি কাজ সম্পাদন করবেন, সে বিষয়ে ঈশ্বরের মনোবাসনা কি। যখন ঈশ্বর আপনাকে প্রেরণ করছেন, তখন তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আপনাকে সেখানে

থাকতে হবে।

কল্পনা, স্বপ্ন ও সৃজনশীলতা ভাগ করে নেবেন

অনেক সময় মণ্ডলী তার ঐতিহ্য দ্বারা অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ থাকে। যতই আশ্চর্যের ও মজার ব্যাপার হোক না কেন, যা আজকের দিনে আমাদের কাছে ঐতিহ্য বলে মনে হয়, তা হয়তো কোন অতীত যুগে নূতন দুঃসাহসিক কাজ রূপে শুরু হয়েছিল। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাস, আধুনিক মিশনগুলি, রবিবারের উপাসনা সকাল ১১টায় শুরু হবে, যেন কৃষকগণ সব কাজ শেষ করে, উপাসনায় যোগদান করতে পারেন, সবই তাদের দিনের প্রয়োজন মতো আবিষ্কার। এবং সম্ভবত তখনকার দিনেও লোকে বলতো, "আমরা পূর্বে কখনও এরূপ করি নি।" পরিচর্য্যা বিভাগে, ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান কাজের মধ্যে সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। প্রত্যেক মণ্ডলী ও ব্যক্তি তাদের ইতিহাস দ্বারা গঠিত। ঐতিহ্য স্বীকার করতেই হবে এবং পরিবর্তন অনেক সময় খুব ধীরে ধীরে আসে। ইতিমধ্যে বর্তমান তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের অঙ্গীকারের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

অনেক পরিচর্য্যাকারী একের পর এক ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করেন, যা কখনও সম্পূর্ণ হয় না। অন্যেরা আবার বর্তমানেই বাস করেন, আগের কথা চিন্তা করেন না বা কি হবে সে বিষয়ে কোন স্বপ্নও দেখেন না। অনেক সময় তাদের কাজ বৃন্তচ্যুত ফুলে ন্যায় — সুন্দর কিন্তু বৃন্তহীন। উত্তম উপায় হল — অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে, আপনার অন্তরে ইতিহাস, প্রত্যাশা ও কর্মসম্পাদনের এক সৃজনশীল মনোভাব বজায় রাখা। যদি আমরা বুঝি যে, সেই দিনটিতে আমরা ঠিক কি কাজ করব, তাহলে মণ্ডলীতে প্রতি দিন, যৌথভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের মঙ্গলের দিন।

মহান ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠবেন

যুগ যুগ ধরে, মণ্ডলীর বৃদ্ধি ও প্রচার অভিযান মণ্ডলীগুলিকে বৃহৎ রূপে গড়ে ওঠার পথ দেখাচ্ছে। যখন জনমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ও অন্য লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি মণ্ডলীকে বৃহৎ করে গড়ে তোলে?

মহৎ ব্যক্তি গড়ে তুলুন এবং মহান কাজে নিজেদের প্রদান করার জন্য তাদের উৎসাহিত করুন। "মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রদান করুন। আপনি হয়তো উদ্দেশ্যটি ভালভাবে পূরণ করতে পারবেন না কিন্তু উদ্দেশ্যটি আপনার বহু মঙ্গল সাধন করবে।"

খ্রীষ্টিয়ান পরিচর্য্যার হৃদয় নিয়ে পাশে দাঁড়ান। সেখানে থাকুন। ভালবাসা নিয়ে, যতক্ষন না সঙ্কট মোচন হচ্ছে, প্রায়ই তাদের কাছে যাবেন। যারা সেই উপত্যকার মধ্য দিয়ে যায়, তারা চিরকাল আপনাকে ভালবাসবে। যখন অন্যেরা লক্ষ্য করবে যে, যাদের একান্ত প্রয়োজন, আপনি তাদের ভালবেসে যত্ন করছেন, সমগ্র মণ্ডলীর কাছে আপনার পরিচর্য্যার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

একটি মণ্ডলীকে ক্ষুদ্র করে রাখার দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল - বলবান ব্যক্তিকে ব্যবহার করার ব্যর্থতা এবং প্রতিটি বিভাগ ও কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা।

লোকে যখন মণ্ডলীতে আসে তাদের মূল্য দিন।

যোগদানকারী প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে প্রতিটি উপাসনা, সহজ, সুচিন্তিত মূল্য যুক্ত করে। প্রতিটি ব্যক্তির, যারা গির্জায় আসেন, তাদের আত্মিক খাদ্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভের অধিকার আছে। লোকদের উপদেশ, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আশা প্রদান করা প্রয়োজন। কাউকেই ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা বা মন্দ কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু জগতে এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। একটি মণ্ডলীতে যোগদানকারী মানুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করা যায়, যদি মণ্ডলীর উপাসনাগুলি আরও প্রাসঙ্গিক, উদ্দীপনাযুক্ত ও কম বিরক্তিকর হয়। আপনি যখন উপাসনা সূচী প্রস্তুত করেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, **মণ্ডলীতে আগামী সাক্ষাতের সময়, লোকে কি পেতে ভালবাসবে?**

প্যারিশের অধিবাসিদের সঙ্কটকালে, তাদের ভালবাসবেন

ক্ষতি, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা বিচ্ছেদ সব মানুষের জীবনে কোন না কোন সময়ে দেখা দিতে পারে। যীশুর রক্ত ও মাংসের প্রতিনিধিরূপে অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়

খ্রীষ্টিয়ান সেবাকার্য্যকে ঈশ্বরের ভালবাসার দানরূপে লালন পালন করুন

আজকের দিনে মণ্ডলীতে যোগদানকারী বহু ব্যক্তি, যথেষ্ট মাংস ও সারবস্তুর পরিবর্তে তাৎক্ষণিক-খাদ্য গ্রহণ করে, আত্মিকভাবে স্থূল হয়ে যায়। ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করার জন্য তাদের আরও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

খ্রীষ্টিয়ান সেবার তিনটি অত্যাবশকীয় বিষয়ের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা জড়িত থাকে। সেগুলিকে একটি তিন-পায়া টুলের পা মনে করুন। প্রথমতঃ আমরা ঈশ্বরের জন্য যা করি, দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যদের প্রতি সেবামূলক কাজ। তৃতীয়তঃ যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই না, অপরকে সেবা করে, আমরা ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা লাভ করি।

প্রচারক প্রচার করেন, যেন অন্যেরা ঈশ্বরকে ভালভাবে জানতে পারে। কিন্তু যখন তিনি প্রচার করেন, বাক্য অনুসরণ করে, তিনি এই প্রক্রিয়ায় আরও ভাল ও বড় হয়ে ওঠেন।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ঈশ্বরের জন্য শিক্ষাদান করে, কিভাবে জীবনে শাস্ত্রবিধি প্রয়োগ করা যায়, তা শিখতে তাদের সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে তিনি নিজেদেরও আত্মিক মঙ্গল সাধন করেন। এই অভিমত সেবাকার্যকে কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক

কাজ থেকে সুযোগসুবিধা ও আশীর্বাদে উন্নীত করে।

বলবান ব্যক্তিদের গ্রহণ করে কাজের অর্ন্তভুক্ত করুন

কোন কোন পুরোহিত, সক্ষম বলবান ব্যক্তিদের ভয় করেন। অনেককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "কেন?" তাঁরা অস্বস্তিবোধ করেন। অন্যান্য আত্মিক নেতাগণ বলবান লোকের অভিপ্রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যখন তারা উৎকর্ষ ও কার্যকারীতা দাবী করেন। একটি মণ্ডলীকে ক্ষুদ্র করে রাখার দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল — বলবান ব্যক্তিকে ব্যবহার করার ব্যর্থতা এবং প্রতিটি বিভাগ ও কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা। মণ্ডলীক জীবনের সমস্ত ছোটবড় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করলে পর বৃদ্ধি স্তব্ধ ও মনোবল হ্রাস পায়।

ঈশ্বরের পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন

প্রাণীজগতের পরিবার অতিশয় আবদ্ধ হয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেকজন তার পরিবারকে শক্তিশালী করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। অনেকে যে পরিবার তারা হারিয়েছে বা যে পরিবার তাদের ছিল না, তার পরিবর্তে কৃত্রিম পরিবার চাইছে। অনেক ব্যক্তির হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। অতএব পূর্বাপেক্ষা এখন এক প্রেমময় মণ্ডলীর বন্ধুত্ব, গ্রহণীয়তা, সমর্থন ও দায়বদ্ধতার, প্রয়োজন অনেক বেশী। আপনি এই সুযোগে, ঈশ্বরের পরিবারে আপনার মনোমতো যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করতে পারেন ঃ গোষ্ঠী প্রধান, হারিয়ে যাওয়া পরিবারের নেতা, কৃত্রিম পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, ঈশ্বরের পরিবারের পুরোহিত। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে কাজটি অবশ্যই হবে এবং সুস্থ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

মণ্ডলী ভালবাসা দেওয়ার ও ভালবাসা পাওয়ার অপূর্ব সুযোগ দান করে।

স্মরণ করুন যখন আপনাকে আহ্বান করা হয়েছিল, আপনি কে ছিলেন? স্মরণ করুন কিভাবে ঈশ্বর তাঁর প্রতি আপনার ভালবাসা ব্যবহার করে, তাঁর জগতের প্রয়োজনগুলি দেখতে আপনাকে সাহায্য করেছিলেন। আপনার মণ্ডলীর পক্ষে সেটা কত নির্ভুল মুহূর্ত ছিল। সেই দিন সর্বশক্তিমান প্রভু আপনাকে এক অজানা রাজ্যে আহ্বান করেছিলেন, আর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, আপনাকে শক্তি দেবেন ও নিঃশর্তরূপে ভালবাসবেন।

অনেক শাস্ত্রাংশ আমাদের মণ্ডলীর কাজ বুঝতে সাহায্য করে। অন্যান্য অনুচ্ছেদে আমাদের কার্যভার ও প্রয়োজনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে মণ্ডলীর অভিপ্রায়, অভিমত ও অর্থ হল ভালবাসা-প্রেম।

যীশু উত্তর দিয়েছিলেন — "তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।"

তারপর তিনি এর সার-সংক্ষেপ করে বলেছেন — "এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে" (মথি ২২:৩৭-৪০)। যীশু মনে করতেন ঈশ্বর ও প্রতিবাসীর জন্য ভালবাসাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, পৌলও তাঁর সমস্ত কার্যের কেন্দ্রে ভালবাসাকে স্থান দিয়ে বলেছিলেন, "[প্রেম] সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্বক সহ্য করে" (১ করিন্থীয় ১৩:৭)।

এই সব অনুচ্ছেদগুলি পাঠ করার পর, প্রমাণ অখণ্ডনীয় যে মণ্ডলী ঈশ্বরের প্রতিবাসীর ও নিজের জন্য ভালবাসা। ঈশ্বর ও প্রতিবাসীদের জন্য এই ভালবাসা আমাদের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং দুঃখ ও আনন্দের ক্ষেত্রে প্রকাশ করার জন্য জীবনব্যাপি প্রবেশ পত্র প্রদান করে। যীশুর প্রতি ভালবাসা আমাদের বিবাহে, সমাধিক্ষেত্রে, বাপ্তাইজ কালে, হাসপাতালের অপেক্ষা কক্ষে, প্রভুর ভোজের উপাসনায়, আরাধনায় ও প্রচার তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দান করে। মণ্ডলীর কাজের আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে **উৎফুল্লতা, আনন্দ, সুখ, স্থৈর্য্য ও অনন্ত সম্পাদন** প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বারংবার গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ঈশ্বর যা করেন, একজন পুরোহিত তা এক সপ্তাহে দেখতে পান, যা অধিকাংশ ব্যক্তি সারা জীবনব্যাপি অবলোকন করেন।

খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা মণ্ডলীকে আলোকিত করে তোলে। যখন ভালবাসার প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে যায় — বাস্তবকে পরীক্ষা করুন এবং তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। আপনার বাস্তবতা পরীক্ষার উপাদানগুলি হল, — ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন। সবাই না হলেও অধিকাংশ লোক আপনাকে ভালবাসে এবং আপনাকেও ফিরে তাদেরও ভালবাসতে হবে।

আপনার মণ্ডলীকে দুবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করুন। ঈশ্বর আপনাকে যাদের সেবা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই সব মানুষকে ভালবাসবেন, তাহলে তারাও আপনাকে এত ভালবাসবে, যা আপনার স্বপ্নেরও অতীত। ■

নিল. বি. ওয়াইসম্যান একজন লেখক, বক্তা ও শিক্ষাবিদ। তিনি স্মল চার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। তিনি ক্যানসাসের ওভারল্যাণ্ড পার্কে বাস করেন।

ডি. এল. মুডি
এবং
ঊনবিংশ শতাব্দীর গণ-সুসমাচার প্রচার

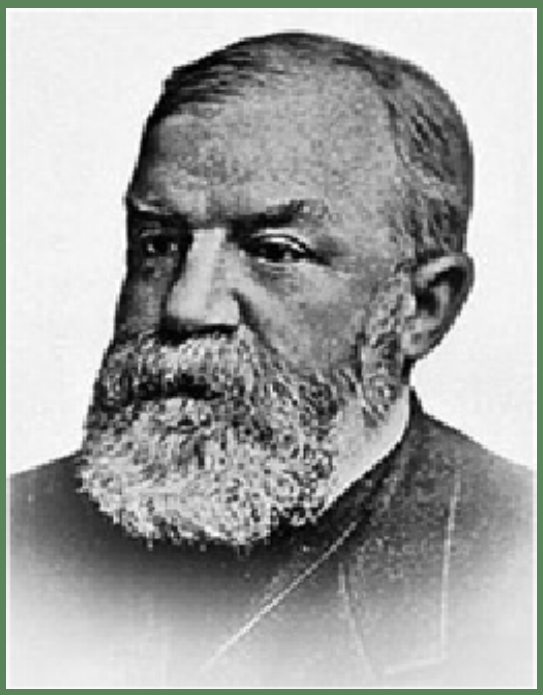

মুডির একটি ঈশতত্ত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সেটি খুব সহজভাবে প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্ব তিনটি 'R' দ্বারা প্রকাশ করেছেন ঃ Ruined by sin, Redeemed by the blood এবং Regenerated by the Holy Sprit (পাপ দ্বারা বিনষ্ট, রক্ত দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত, পবিত্র আত্মা দ্বারা নবজন্ম লাভ)।

উইলিয়াম ফারলে কর্তৃক রচিত

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সারা কুক ও মিসেস. হক্রহার্ট একটি মণ্ডলীতে যোগদান করেন, যেখানকার পুরোহিত ছিলেন ৩৪ বৎসর বয়সী ডি. এল. মুডি। তাঁর একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও, এই মহিলাদ্বয় বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের অভাব আছে, আর সেটি হল — আত্মিক ক্ষমতা। অতএব তাঁরা সামনের সারিতে বসলেন ও প্রার্থনা করলেন।

তাঁরা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা মুডিকে বললেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আত্মিক ক্ষমতার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ঈশ্বরের ক্ষমার জন্য মুডির আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেতে থাকল। একদিন তিনি চোখের জলে ভেসে ও আর্তনাদ করতে করতে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন এবং পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

মুডি ব্যবসায়ীর উপযুক্ত সাংগঠনিক নৈপূণ্য নিয়ে জনসমাবেশে উপস্থিত হতেন।

ব্যবসার জন্য নিউ ইয়র্কে থাকা কালে, পবিত্র আত্মার শক্তি অবতরণ করলেন। মুডি সেটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ- "ওঃ, একদিন নিউ ইয়র্ক শহরে সে যে কি দিন — আমি তা বর্ণনা করতে পারি না, আমি কদাচিৎ তার উল্লেখ করি। এটা আমার কাছে এক অতি পবিত্র অভিজ্ঞতা। পৌলের এমন এক অভিজ্ঞতা ছিল, যে কথা ১৪ বৎসর যাবৎ কখনও বলেন নি। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ঈশ্বর নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর প্রেমের এমন এক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল যে, আমি আমার উপরে তাঁর হস্ত অবস্থিতি করতে বললাম।" মুডি নিশ্চিত হলেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁর হাত উত্তোলন না করেন, তিনি মারা যাবেন।

এর কয়েকমাস পরে, ১৮৭৩ খ্রীঃ তিনি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এক প্রচার অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত নেতৃ, ইরা স্যাঁকৈ — তাঁর নূতন বন্ধু ও এসেছিলেন। মুডি প্রচার করতে শুরু করলেন এবং অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি স্বীকার করেছেন — "উপদেশ খুব একটা পৃথক ধরনের ছিল না; আমি কোন নূতন সত্য প্রচার করিনি। তথাপি শত শত লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিল। সেই আশীর্বাদযুক্ত অভিজ্ঞতা (নিউ ইয়র্কে) লাভের পূর্বাবস্থায় আমি কখনও ফিরে যাব না, যদি তোমরা আমাকে সমগ্র পৃথিবী প্রদান কর, তাহলেও ফিরব না কারণ সেই অভিজ্ঞতার তুলনায়, এ পৃথিবী ধূলিকণা মাত্র।

এইভাবে ডি.এল.মুডির আত্মায়-শক্তিমান পরিচর্য্যা বিভাগের কাজ শুরু হল। ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করার পূর্বে তিনি সেখানে প্রায় অপরিচিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে, তাঁর পরিচর্য্যা বিভাগের, অলৌকিক ক্ষমতার কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। যখন তিনি আমেরিকায় ফিরে গেলেন, তখন তিনি একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতা এত মহৎ ছিল যে, অনেকে এটিকে "তৃতীয় মহা নবজাগরণ" বলে অভিহিত করেন। ঐ শতাব্দীর পরবর্তী পাঁচটি বৎসর তিনি ইংরাজী-ভাষাভাষি জগতে পরিভ্রমণ করেন। হিসাব অনুসারে প্রায় ১০০ লক্ষ মানুষের কাছে তিনি প্রচার করেন, বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সুসমাচার-প্রচার কার্যে তাঁর স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যান। তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ, "কোন উচ্চ শিক্ষা ছাড়াই তিনি তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষণ ছাড়াই, তিনি ভিক্টোরিয়া যুগের খ্রীষ্টধর্মকে নূতনরূপ দান করেন। আকাশবাণী বা দুরদর্শন ছাড়াই ১০০ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন।"

সময়কাল

টমাস কার্লাইল লিখেছিলেন, "পৃথিবীর ইতিহাস, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী ছাড়া আর কিছুই নয়।" এই অর্থে, ডি.এল.মুডির প্রতি নিবিড় দৃষ্টিপাত না করে, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাস অনুধাবন করতে পারি না এবং মুডিকে পূর্ণ উপলব্ধির জন্য তাঁর সমগ্র জীবনকাল, আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

মুডি একটি কৃষি সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যেটি ১০০০ বৎসর যাবৎ একটু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিপরীত ভাবে বলা যায়, এক দাঙ্গাহাঙ্গামার যুগে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে শহরগুলি স্ফীত হয়ে উঠছিল। ১৮৯৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রজন্মেই টেলিগ্রাফ, রেলপথ ও বাষ্প-চালিত সামুদ্রিক জাহাজের সূচনা হয়েছিল এবং জীবানু ও ব্যাক্টরিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সেটা ছিল যুগান্তকারী ঈশতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সময়। আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ড পিতাদের, ক্যালভিন পন্থী 'রক্ষনশীলতার' উপর মেথডিষ্ট আর্মিনিও মতবাদ জয়লাভ করেছিল। মুডি তাঁর জীবনের পরবর্তী দশকে, সমুদ্রবৎসর ব্যাপি পূর্ব প্রতীক্ষার উদ্ভব, কেসউইকের পবিত্রকরণের সুউচ্চ-জীবন তত্ত্বের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, পবিত্র আত্মার প্রতি নূতন আগ্রহ এবং পবিত্রতা আন্দোলনের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে মুডির ব্যক্তিত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এক অর্থে তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান ধনতন্ত্রের বিজ্ঞাপন-বালক বলা যেতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য লাভ করে, "মুডি ছিলেন হোরেশিও আলজারের ন্যায়" — জর্জ মার্সডন বলেছিলেন — "এক অতি সামান্য পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, ঐ বালক উদ্যমশীলতা ও কল্পনাশক্তির দ্বারা সুখ্যাতি ও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই অর্থে, তিনি ছিলেন সে যুগের উপযোগী এক মানুষ।"

জীবনী

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুস্টেসের নর্থফিল্ডে মুডি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। চার বৎসর বয়সে, তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। তাঁর দরিদ্র-ক্লিষ্ট মা তাঁকে ও আর সাতটি সন্তানকে প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছিলেন। ম্যাসাচুস্টেসের এক অতি সাধারণ গ্রামে তিনি সামান্য বিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মা তাঁকে Unitarian (ইউনেট্যারিয়ান) গির্জায় বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বোস্টনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেন এবং সেখানে এক জুতা বিক্রেতার চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি বর্হিমুখী, সাহসী, পরিশ্রমী ও আশীর্বাদী ছিলেন। বোস্টন কংগ্রিগেশন্যাল্ মণ্ডলীর রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের প্রভাবে, তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করেন। দুঃখের কথা এই যে যখন তিনি মণ্ডলীর সদস্য পদের জন্য আবেদন করলেন, প্রাচীনগণ তা সহ্য করলেন না। তাঁর ইউনিটেরিও

পশ্চাৎপট, তাঁকে বাইবেলের উপযুক্ত জ্ঞান দিয়ে গড়ে তুলতে পারে নি। এক বৎসর পর, প্রাচীনগণ তাঁর আবেদনপত্র গ্রহণ করেন।

পশ্চিম সীমান্তে ৮০,০০০ হাজার মানুষ নিয়ে, শিকাগো ছিল একটা কোলাহল পূর্ণ শহর ব্যবসার সুযোগ সম্বলিত এক গতিশীল কেন্দ্র। ১৮৫৬ খ্রীঃ মুডি তাঁর সুনাম ও ভাগ্য অন্বেষণের জন্য সেখানে চলে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ১৯ বৎসর। ধনী হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় অনতিকালের মধ্যে তিনি সাফল্য অর্জন করলেন। ২৩ বৎসর বয়সেই তিনি প্রায় ৮০০০ ডলার (আজকের মূল্যে ৮০০,০০০ ডলার) সঞ্চ য় করেছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০,০০০ ডলার উপার্জ্জন করেছিলেন। শিকাগোতে থাকা কালে তিনি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন এবং স্থানীয় ওয়াই. এম. সি. এর (YMCA) সঙ্গে যুক্ত হন — বোস্ট নে থাকাকালেই এই দুটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৬০ খ্রীঃ তিনি তাঁর ব্যবসার উচ্চাশা ত্যাগ করলেন এবং ওয়াই.এম.সি. এতে শিশুদের জন্য পূর্ণ সময়ের সুসমাচার প্রচারক হলেন। যদিও তিনি অত্যন্ত উদ্যমী ছিলেন, তথাপি পরিচর্য্যা নৈপুণ্যের জন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ডি.ও. ফুলার বলেছেন — "প্রথম দিকে তিনি একেবারেই সাবলীল বক্তা ছিলেন না। একটি মধ্য সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি কিছু বলার চেষ্টা করেন, তখন কোন একজন তাঁকে এই পরামর্শ দেন যে, যদি তিনি নীরব থাকেন, তাহলেই তিনি সবথেকে কার্যকারীরূপে ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন।"

মুডি, উত্তর শিকাগোর বস্তি অঞ্চলে, দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় শুরু করলেন। তাঁর জীবনীকারগণ বলেছেন যে, "তিনি এত আবেগ ও দৃঢ় -প্রতিজ্ঞা সহ তাঁর কাজ করতেন যে, তাঁর ঐকান্তিকতা যেন ভীতিপ্রদ ছিল। তাঁর কাজের জন্য অনতিকালের মধ্যে সপ্তাহে ৮০০ জন উপস্থিত হতে শুরু করল। যখন কিশোর-কিশোরীরা সাবালক হন, তিনি তাদের আত্মিক প্রয়োজন ও তাদের পিতামাতাদের প্রয়োজনে একটি মণ্ড লী স্থাপন করলেন। ১৮৬০ শতাব্দীতে এটিই ছিল তাঁর মুখ্য পরিচর্য্যা কেন্দ্র।

১৮৬২ খ্রীঃ মুডি, ১৯ বৎসর বয়সী এমা রেভেলকে বিবাহ করেন। তিনি উগ্র, সাধারণ শিক্ষাবর্জিত ও সামাজিক কমনীয়তা তাঁর ছিল না। কিন্তু এমা সংস্কৃতিসম্পন্না ও মার্জিত ছিলেন। স্ত্রীর প্রভাবে মুডি শীঘ্রই সামাজিক কমনীয়তা অর্জন করলেন, যা তাঁর পরবর্তী পরিচর্য্যা কাজের পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী, তাঁর চিঠিপত্র আদান-প্রদান, পারিবারিক টাকা-পয়সা ও তিনটি সন্তানের লালন-পালন একাই সামলাতেন। তিনিই ছিলেন, "মুডির সাফল্যের মেরুদণ্ড ।"

তিনি সবসময় বলতেন যে তিনি "পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম" গ্রহণ করেছেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ এই "পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম" গ্রহণের পর তাঁর পরিচর্য্যা বিভাগে নাটকীয় পরিবর্তন হয়। যখন প্রথম ক্ষমতার আবির্ভাব হয়, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে যান। পূর্বে তাঁর এরূপ অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি এবং তিনি জানেন না কি করতে হবে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন — "মুডির কথা শোনার জন্য একটা বৃহৎ প্রার্থনাগৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে যেত। একটা গভীর ধারণা সৃষ্টি হল। আমি সান্ধ্যকালীন উপাসনা থেকে সবে মাত্র আসছি; যেখানে সমস্ত বসার ও দাঁড়ানোর জায়গায়, অপেক্ষা গৃহে ও প্রাঙ্গণে, এমন কি বেদীর ধাপগুলিতে, উপাসনা শুরু হওয়ার প্রাধ আধ ঘণ্টা পূর্বেই জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র আত্মা মহাশক্তিতে কাজ করছিলেন, জীবনের নানা পদমর্য্যাদার পাপীগণ একান্তভাবে প্রভুর দয়া ভিক্ষা করছিল এবং চার্চ-অফ-ইংল্যাণ্ডের ভ্রাতা ও ভগিণীগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধুগণ, আমন্ত্রণ ছাড়াই তাদের সঙ্গে কথা বলতে ও প্রার্থনা করতে, সেখানে সমবেত হয়েছিল।" লণ্ডনে প্রায় ৪ মাস থাকার পর, তিনি তাঁর বৃটেন ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই সময় তিনি প্রায় লক্ষ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

জর্জ মারস্‌ডেন বলেছিলেন — "এই ভ্রমণ যা ১৮৭৩-১৮৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, মুডি ও স্যাঙ্কে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁরা সত্যসত্যই জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছিলেন।" তারপর ব্রুকলিন, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং উত্তর আমেরিকার অন্যান্য প্রধান জন-কেন্দ্র থেকে ধর্মযুদ্ধ অনুষ্ঠিত করার ১১টি নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসেছিল। জীবনের অবশিষ্ট কাল; তিনি প্রচুর স্থানে ভ্রমণ করলেন (অনেকের ধারণা ঃ- ১,০০০,০০০ মাইল) এবং জলপ্লাবিত উদ্দীপনা সভার উপদেশ প্রচার করেছিলেন।

মুডির পরিচর্য্যা বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি হল, সযত্ন প্রস্তুতি, স্থানীয় মণ্ডলীর সহযোগিতা ও ফলপ্রসূ অগ্রিম বিজাপন ব্যবস্থা। এইভাবে তিনি যে ধর্মযোদ্ধা গঠন করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে বিংশ শতাব্দীতে বিলি গ্রাহাম ও অন্যান্যদের গণ-প্রচারকার্যে অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু প্রচার অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ মুডি করেছিলেন। ১৮৭০ শতকের শেষের দিক থেকে তাঁর সুসমচার প্রচারের ক্ষমতা একটু হ্রাস পেতে থাকে। পূর্ণ সময়ের সুসমাচার প্রচারক ও সাধারণ কর্মী প্রস্তুত করার জন্য তিনি খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ তিনি ম্যাসাচুস্টে সের নর্থফিল্ডে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপর ১৮৮১ সালে বালকদের জন্য মাউন্ট বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি সাধারণ কর্মীদের দানের জন্য শিকাগোতে একটা বাইবেল বিদ্যালয় শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটির নূতন নাম হয় মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট।

তিনি মুদ্রণ ব্যবসাতেও প্রবেশ করেছিলেন। ১৮৮০ দশকে তিনি তাঁর শ্যালক,

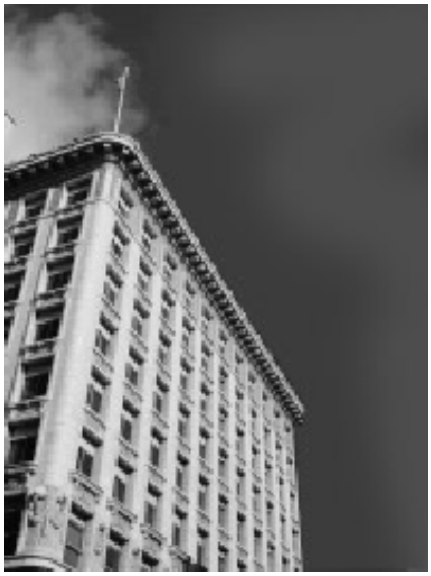

মুডি একটি জগতের মধ্যে জন্মেছিলেন যা দ্রুতগতিতে নগরোচিত হয়ে উঠেছিল।

ফ্লেমিং রেভেলকে কয়েকটি পুস্তক মুদ্রণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুডির সফল রচনাসমগ্র, তাঁর শ্যালকের মুদ্রণ ব্যবসায় সাফল্য এনে দিয়েছিল। রেভেল পাবলিশিং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টিয়ান পাবলিশিং জগতের আদর্শে পরিণত হয়েছিল।

১৮৯৯ খ্রীঃ ক্যানসাস নগরীতে প্রচারাভিযান চলার কালে, মুডি অসুস্থ হয়ে যান। ঐ শতাব্দী শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ডিসেম্বর মাসে, তিনি হৃৎযন্ত্রের অসুখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মণ্ডলী শোকাহত হয়ে গিয়েছিল।

মুডির অসামান্যতা

অন্যান্য সুসমাচার-প্রচারকদের তুলনায়, মুডি ছিলেন, অতুলনীয়। বিদ্যালয়ের অতি সাধারণ স্থানের শিক্ষা লাভ করে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের কছে প্রচার করেছিলেন। অবশ্য শিক্ষার অভাব তাঁকে বাধা দিয়েছিল। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সঠিক বানান, উপযুক্ত ছেদচিহ্ন ও ব্যাকারণসম্মতভাবে কথা বলার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রাচীন একটা প্রবচন আছে — "বেশী পড়াশোনা না করলে, মানুষ মহান হতে পারে না।" মুডিই হলেন এর এক ব্যতিক্রম। ঈশতত্ত্ব পাঠ নয়, গভীর চিন্তা-ভাবনা নয়, কাজই ছিল তাঁর জীবনে বিশুদ্ধতার প্রতীক। ৬২ বৎসর বয়সে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও তিনি দিনে ছয়বার প্রচার করতেন। যদিও তিনি পরিশ্রম সহকারে বাইবেল পাঠ করতেন, তথাপি তিনি খুব কম ঈশতত্ত্ব ও বন্ধু মি. এইচ. স্পারজিওনের লেখা ব্যতীত মণ্ডলীর অন্যান্য ইতিহাস পুস্তক পাঠ করেন নি। তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ হল প্রয়োগবাদে — মননশীল জগতে নয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কখনও অভিষিক্ত হন নি। তিনি ছিলেন চূড়ান্তভাবে একজন ব্যবসায়ী-সুসমাচার প্রচারক। তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত মহান সুসমাচার প্রচারকগণ — ওয়াটফিল্ড, এডওয়ার্ড ও ফিনলে — সকলেই মণ্ডলীর কাজের জন্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন কিন্তু মুডি সেই প্রথা ভঙ্গ করেন। প্রায়গিক অর্থে, তিনি ছিলেন একজন অপেশাদার-প্রচারক এবং তিনি লোকদের তাঁকে "মি. মুডি" বলে সম্বোধন করতে বলতেন।

তৃতীয়তঃ মুডিই প্রথম গণ-সুসমাচার-প্রচারক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, জর্জ ওয়াইটফিল্ডের পূর্বে, স্থানীয় পুরোহিতেরাই বিশ্বাসী জনগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন। ভ্রমণশীল প্রচারকের কথা অজানা ছিল। এসাহেল নেটলিটন (১৭৮৩-১৮৪৪) ও চার্লস ফিন্‌লে (১৭৯২-১৮৭৫) ওয়াটফিল্ডের পদাঙ্গ অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউই মুডির ন্যায় জনসমাগম পরিচালনা করেন নি।

মুডি ব্যবসায়ীর উপযুক্ত সাংগঠনিক নৈপুণ্য নিয়ে জনসমাবেশে উপস্থিত হতেন। যখন তাঁকে কোন শহরে আমন্ত্রণ করা হতো, সেখানে যাওয়ার সম্মতি দানের পূর্বে, তিনি চাইতেন প্রোটেসট্যাণ্ট নেতাদের মধ্যে ঐক্য থাকবে, উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা রাখতে হবে, শহরের দ্বারে দ্বারে প্রচার করতে হবে, এবং অনেক সময় উপযুক্ত অট্টালিকার ব্যবস্থা করা হতো। তাঁর দল পূর্বেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখত। কোন কিছুই দৈবের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো না। তাঁর জীবনের শেষ দিকে স্বতোঃস্ফূর্ত পবিত্র আত্মা ছাড়া সবই চলে গিয়েছিল।

চতুর্থতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত সুসমাচার প্রচারক কোন না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিন্তু মুডি কোনটিতে যোগদান করেন নি। তিনি তাদের বিরোধী ছিলেন না। পরিবর্তে নিজের নিরপেক্ষ পদমর্যাদা বজায় রেখে তিনি নিজের এবং অযোগ্য খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু নির্মাণ করতেন। যাদের তিনি সেবা করতেন, তিনি পরিচর্য্যা বিভাগ দ্বারা তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গড়ে তুলতে চাইতেন।

তাঁর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার

অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের ন্যায়, মুডি মণ্ডলীকে নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রথমতঃ তাঁর জীবন দিয়ে, তিনি জনগণের সুসমাচার প্রচারের ধারণা পরিবর্তিত করেছিলেন। জনমানসে তিনি ঈশতত্ত্ব ও সুসমাচার প্রচারকার্যকে পৃথক করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "লোকে যা বিশ্বাস করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কাকে তারা বিশ্বাস করে, সেটা চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ।" এই ধরনের ১২টি উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে ঈশতত্ত্ব এবং খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতালাভ পৃথক করা যায় বা এদুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তাঁর জীবন ও পরিচর্য্যা এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে সুসমাচার-প্রচার কার্যের জন্য নিগূঢ় চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অন্যান্য বহু মানুষের ন্যায়, মুডিরও একটা ঈশতত্ত্ব ছিল কিন্তু সেটি ছিল অতি সহজ-সরল। তিনি তিনটি 'R' দিয়ে তার সারসংক্ষেপ করেছিলেন ঃ- Ruined by sin, Redeemed by the blood, and Regenerated by the Holy Spirit. (পাপ দ্বারা বিনষ্ট, রক্ত দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নবজন্ম লাভ)।

মুডি বাইবেল বিদ্যালয়কেও জনপ্রিয় করে তোলেন। অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষালয় মণ্ডলীর ইতিহাস, সাধারণ ঈশতত্ত্ব পাঠ ও প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো — তার বিপরীতে মুডির বিদ্যালয়ে প্রাধান্য দেওয়া হতো — "আমি ও আমার বাইবেল।"

মুডির পরিচর্য্যা বিভাগ খ্রীষ্টিয় কার্যে একটা নূতন ভাবাবেগও প্রবর্তন করেছিল। তিনি প্রায়শঃ একটা ভাবাবেগজনিত প্রত্যুত্তরের জন্য প্রচার করতেন তাঁর বক্তব্য সহজ-সরল, বিশ্বস্ত ও একেবারে সোজাসুজি প্রকাশিত হতো। ঘরের কথা, সহজ উপদেশ, ব্যক্তিগত কাহিনী সমৃদ্ধ বিষয় তাঁর প্রচারের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই প্রচারশৈলী, পুরাতন প্রচার পদ্ধতি, যেখানে মানুষের যুক্তির কাছে আবেদন করা হতো, তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। যা হোক পবিত্র আত্মা তাঁর পরিচর্য্যার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে রূপান্তরিত করেছিল।

মুডির পরিচর্য্যা কাজ, মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী অবদান সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ লোকদের সুসমাচার প্রচার কার্যে, মণ্ডলীর ঐক্যসাধনে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচর্য্যা কাজে যোগদানের জন্য তিনি তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

মুডি একজন সাধারণ (গড়পড়তা) বক্তা ছিলেন কিন্তু তিনি অতি উত্তম ফল উৎপাদন করেছিলেন কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। ফলটি হল, শুধু ডি. এল মুডি নয়, বহু মানুষ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর বিভাগ অবিরত মানুষকে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দিত।

অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান কর্মীর ন্যায়, মুডির পরিচর্য্যা বিভাবে নানা অজানা পথে মণ্ডলীকে প্রভাবিত করেছিল। মুডি, এফ.বি.মেয়ারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। মেয়র তাঁর সুসমাচার প্রচারের নূতন আগ্রহ নিয়ে জে.উইলবার চ্যাপম্যানকে প্রভাবিত করেন। চ্যাপম্যান বিলি সানডের পরিচর্য্যা কাজে সাহায্য করেছিলেন — আর মার্ডেসিয়া ম্যাসের উপর নিবিড় প্রভাব বিস্তার করেন। হ্যাম, উত্তর ক্যারোলিনাতে এই পুনরুজ্জীবন সভাতে তিনি গ্রাহামকে খ্রীষ্টের নিকট আনয়ন করেন। ঈশ্বরের পথ নিগূঢ়-রহস্যময় এবং ডি. এল মুডি সবসময় এই সত্যটি নিজের সম্মুখে রেখেছিলেন। ■

সত্যই ইতিহাস তাঁর কাহিনি।

উইলিয়াম. পি. ফারলে, ওয়াশিংটনের স্পোকেনে, গ্রেজ খ্রীষ্টিয়ান ফেলোশিপের পুরোহিত। তিনি For His Glory — পিনাকেল গ্রেস ও Out roycous Merey, Beten গ্রন্থের লেখক। আপনি তাঁর সঙ্গে ৫০৯-৪৪৮-৩৯৭৯ এই নম্বরে যোগদান করতে পারেন।

জোরালো সমাপ্তি

আমার যখন ২৯ বৎসর বয়স, আমি প্রচারকার্য শুরু করেছিলাম। আমার কলেজ বা শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যসূচীর অর্ন্তগত ছিল না, এমন বহু বিষয় আমি শিখেছিলাম। এজন্য আমি আমার শিক্ষাকে দোষ দিই না — এমন অন্য অনেক বিষয় আছে, যা জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন না করা পর্য্যন্ত আমরা শিখতে পারি না বা শিখি না। এই ধরনের কয়েকটি নীতি আমি পূর্বে আবিষ্কার করেছি। এই নীতিগুলি অনুসরণ করলে, আপনি এখন কার্যকরী পরিচর্য্যা বিভাগ গড়তে পারবেন এবং আপনি জোরালো ভাবে সমাপ্তও করতে পারবেন।

কঠিন সময়ের মধ্যেও এই আহ্বান আপনাকে ধরে রাখবে

আমার পরিচর্য্যার প্রথম দুটি বৎসর (বা অবশিষ্ট সময়ে) আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার কেন্দ্রে অবস্থিতি করছি। আপনি কোথায় আছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন কারণ এটি এক মহা সুযোগ বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থারূপে পূর্বেই আকর্ষণীয়।

নিজের শক্তিতে গড়ে উঠুন

একজন কম বয়সী পরিচর্য্যাকারী স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। এই অনিরাপত্তা থেকে তিনি হয়তো বয়স্ক, সফল কোন পুরোহিত বা অন্য কোন ব্যক্তিকে, তার কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আপনি নিজে কি ভালভাবে পারেন বা আপনার কি কি গুণ আছে, সে বিষয়ে সচেতন হবেন। নিজের শক্তির উপর আলোকপাত করবেন এবং তারপর আপনি যা পারেন না, তা করার জন্য অন্য লোকদের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

পরে ঈশ্বর আপনার উপর যে ভার অর্পণ করবেন, তা বহন করার জন্য উপযুক্ত ভিত্তিমূল গঠন করুন

দীর্ঘ অট্টালিকার জন্য গভীর ভিত্তিমূলের প্রয়োজন হয়। আপনার পরিচর্য্যা কাজের প্রথম দিকে পরিচর্য্যা কাজের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলা গড়ে তুলুন। বহু পুরোহিত, তাঁদের মধ্য জীবনে জ্বলে-পুড়ে যান কারণ তাঁরা কখনও উপযুক্ত কর্মশক্তি ও নৈপূণ্য, ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন ও পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন না। এই অগভীরতা তাঁদের ও জনমণ্ডলীকে আত্মিক অনশনের পথে পরিচালিত করে। সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পাঠাভ্যাসের জন্য ব্যয় করুন।

আপনার নিজের শক্তিই যথেষ্ট নয়

আপনার শিক্ষা, শিক্ষণ ও নিজ গুণাবলীর সাহায্যে আপনি কতটা কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, তার একটা সীমা আছে। আপনি যে কাজের মধ্যে আছেন, সেটা আপনার নয়, ঈশ্বরের কাজ। বহু গুণের অধিকারী হয়েও, প্রেরিত পৌল বুঝেছিলেন যে সুসমাচার, "কেবল বাক্য নয় কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়," (১ থিষলনীকীয় ১:৫)। একটি মণ্ডলী বা পরিবচর্য্যা বিভাগ ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ভর না করলে, সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

সব কিছু যত্ন করবেন

আমার পৌরহিত্যের প্রথম বৎসরে, আমি অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বর আমাকে গির্জার আশেপাশের অদেখা জিনিসগুলি দেখতে বলেছিলেন। *যদি তুমি প্রাঙ্গণের যত্ন না নিতে পার, তাহলে কিভাবে লোকদের যত্ন করবে?* আমরা একটা কাজের দিন ঠিক করলাম এবং সেদিন প্রাঙ্গণে ঘাস লাগালাম। ৬ মাসের মধ্যে মণ্ডলীর জনসংখ্যা ১০০ থেকে ৩০০ — তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। এটা কি প্রাঙ্গণের জন্য? আমি মনে করি, এটাই মূখ্য কারণ। সব কিছু যত্ন করুন। সুযোগ সুবিধাগুলি ঠিকমতো বজায় রাখুন। নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে বসবেন। ফোনের উত্তর দেবেন। চিঠি পত্রের উত্তর দেবেন। সব কিছু অতিশয় নিখুঁতরূপে করবেন।

নিজের দূরদৃষ্টি অপেক্ষা লোকদের বেশী ভালবাসবেন

আমার পৌরহিত্যের প্রথম বৎসরে একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। মণ্ডলীর জন্য আমার দৃষ্টিভঙ্গি এত উঁচু করে দিয়েছিলাম যে, যদি তা ঘটার জন্য আমাকে লোকদের ইচ্ছার উপর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমি সমিতিকে বিভক্ত করতে ও জনগণকে অমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে বাধ্য করতে চেয়েছিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ তখন আত্মা আমার হৃদয়ে নিম্নস্বরে চারটি শব্দ উচ্চারণ করেন, *"জর্জ, জিহ্বা আবদ্ধ কর।"* প্রভু আমাকে বিভক্তকারী নয় কিন্তু ঐক্যসাধক হতে সাহায্য করলেন। যখন আপনি লোকদের ভালবাসবেন, তারাও প্রত্যুত্তরে আপনাকে ভালবাসবে ও আপনাকে সমর্থন করবে।

যদি নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ না হয়, লোকেরা বিভক্ত হয়ে যাবে

আমার পৌরহিত্য জীবনে মাত্র একবার আমি একটি প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যেটি মণ্ডলীর নেতৃত্বের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করতে পারেন নি। কারণ সেই ব্যাপারে আমাকে ঐক্যের উপরে সত্যেকে স্থান দিতে হয়েছিল। যদি ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ছাড়াই আপনি কোন বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেন, মণ্ডলীতে অনৈক্য দেখা দেবে। কাজেই পূর্ণ গতিতে এগিয়ে না গিয়ে, প্রার্থনা ও উপবাসের জন্য সময় দেওয়া উচিত।

রাজা ও তাঁর রাজ্যকে প্রথম স্থানে রাখুন

আমার পৌরহিত্যের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৭৩ থেকে ৪৯ জনে পরিণত হয়েছিল। একটা কঠিন সময়ের পর, আত্মা আমাকে বললেন ঃ- *জর্জ, আমি এই মণ্ডলী তোমার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে, গড়ে তুলতে আগ্রহী নই। আমি নিজেই এটি নির্মাণ করব। আমার রাজ্য ও আমাকে প্রথম স্থানে রাখ, আর অবশিষ্ট সব কিছুর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব।* ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি কখনও মণ্ডলী বা মণ্ডলীর কোন সভ্য বা কর্মীর ক্ষেত্রে "আমার" এই সর্বনামটি ব্যবহার করব না। এটা আমার মণ্ডলী নয় — কিন্তু তাঁর। আমরা আরও শিখলাম যে — সমগ্র পৃথিবীর কাছে সাক্ষ্যদানের মহা আজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। প্রভু, সেবার মনোভাব সম্পন্ন পুরোহিত ও মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করবেন।

এনরিচমেন্ট (সুশোভন) পত্রিকার এই দ্বিতীয় অংশে আপনাকে পরিচর্য্যা পথের একটি মানচিত্র প্রদত্ত হয়েছে, যেন আপনি আপনার আহ্বানের যাত্রাপথে গমনাগমন করতে সাহায্য প্রাপ্ত হন। আমি বিশ্বাস করি, একটি কার্যকরী পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ার জন্য, এই প্রবন্ধ গুলি আপনাকে সাহায্য করবে, যেন আপনি জোরালোভাবে সবকিছু সমাপ্ত করতে পারবেন। ■

'জর্জ. ও. উড, ডি.টি এইচ.পি., মিসৌরির স্প্রিংফিল্ডের জেনারেল কাউন্সিল অব দা এসেমব্লি অফ গডের সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক।